দৈনিক
# সকালবেলা
নতুন প্রজন্মের কাগজ
The Daily Sakalbela
প্রতিষ্ঠাতা ঃ সৈয়দ এনামুল হক
প্রকাশনার ৩০ বছর

বৃহস্পতিবার
- রেজি নং ডিএ- ১৯৮৭
- ৩০ তম বর্ষ, ২০২ সংখ্যা
- ঢাকা, ২৬ নভেম্বর ২০২৬
- ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বাংলা
- ১৫ জমা: সানি ১৪৪৮ হিজরী
- ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫ টাকা



পরিবারকে নিয়ে কটূক্তি চুপ থাকবেন না রাশমিকা

পৃষ্ঠা-০৬

## ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ৩ লাখ ছাত্রী পাচ্ছে সাইকেল

**স্টাফ রিপোর্টার :**
দেশের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির তিন লাখ মেধাবী ছাত্রীর জন্য আনা বাইসাইকেলের মান যাচাই করে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গতকাল বুধবার সকালে সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ের নিচে ২ এর পাতায় দেখুন

## দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে

**স্টাফ রিপোর্টার :**
খাদ্য নিরাপদ না হলে স্বাস্থ্য নিরাপদ থাকবে না, আর মানুষ সুস্থ না থাকলে ব্যবসা, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা টেকসই হবে না বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী আফরোজা খানম। তিনি বলেন, নিরাপদ ২ এর পাতায় দেখুন

## মানবিক বাংলাদেশ গঠনে নিরলস কাজ করছে সরকার : ডা. জাহিদ

**স্টাফ রিপোর্টার :**
মহিলা ও শিশু এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক ২ এর পাতায় দেখুন

তুমি রবে নিরবে...
বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি



লায়ন, এ্যাডভোকেট
সৈয়দ এনামুল হক
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক সকালবেলা
এবং The Daily Morning Times
মহাসচিব : বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ (BSP)
ইংরেজি সংবাদ পাঠক : বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
জন্ম ঃ ১৬ এপ্রিল ১৯৫৬
মৃত্যু ঃ ২৭ অক্টোবর ২০২০

# দেশের স্বার্থে সংলাপে কোনো ‘গিভ অ্যান্ড টেক’ নয়

**বিশেষ প্রতিনিধি ■**
কিন্তু দেশের স্বার্থে, জনগণের কল্যাণে রাজনৈতিক দলগুলোকে দলমতের উর্ধ্বে উঠতে হয়। দলীয় স্বার্থের বাইরে গিয়ে দেশের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করতে হয়। এ কারণেই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেছিলেন, ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়। কখনো কখনো দেশের জন্য দলীয় স্বার্থ ছাড় দেওয়ার যে নীতি শহীদ জিয়া নিয়েছিলেন, সেই নীতি অনুসরণ করলেন তার যোগ্য সন্তান তারেক রহমান। দেশে যখন রাজনীতির নামে নৈরাজ্য ও নাশকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা শুরু করেছে গণতন্ত্রবিরোধী অপশক্তি, ঠিক তখনই জাতীয় ঐক্যের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শুধু ডাক দিয়েই তিনি বসে থাকেননি, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গত ১৮ নভেম্বর শেষ হওয়া সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের বিরতিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমানের মধ্যে একান্ত বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ফ্যাসিবাদবিরোধী ঐক্য গড়ে তোলার কথা বলা হয়। এরপর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপের আয়োজন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমে সংলাপে অংশ নেয় এনসিপি। গত ২৩ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এনসিপির বৈঠক হয়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংলাপে নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে এনসিপির প্রতিনিধিদলে ছিলেন দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও যুগ্ম আহ্বায়ক আকরাম হুসাইন। আলোচনা ও মধ্যাহ্নভোজের পর বেরিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নাহিদ ইসলাম। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এনসিপির নেতাদের ৩৫ মিনিট আলোচনা হয়। এনসিপির পর জাতীয় সংসদের বিরোধী দল জামায়াতের সঙ্গে সংলাপ করবেন প্রধানমন্ত্রী। আমির দেশের বাইরে থাকায় এখন পর্যন্ত জামায়াতের সঙ্গে সংলাপ হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপের বিষয়ে আলোচনার মধ্যেই সফর সংক্ষিপ্ত করে অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরছেন জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান। জামায়াতের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে জামায়াত আমিরের এক দিনের জন্য মালয়েশিয়া সফর করার কথা ছিল। সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয়োজিত একটি কর্মসূচিতেও অংশ নেওয়ার সূচি ছিল। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুসারে, জামায়াত আমিরের দেশে ফেরার কথা ছিল আগামী বৃহস্পতিবার। কিন্তু মালয়েশিয়া সফর বাতিল করে তিনি বুধবার দেশে ফিরেছেন। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যে সংলাপ বা মতবিনিময়ের উদ্যোগ নিয়েছেন, তাতে অংশ নিতে আগ্রহী সংসদের বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী। দলটি জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার এই উদ্যোগকে গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে একা নয়, ১১ দলীয় ঐক্যের সব দলকে নিয়ে একসঙ্গে সংলাপে বসতে চায় দলটি। তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এসব সংলাপে রাজনৈতিক দলগুলো মূল এজেন্ডার বাইরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আসছে। যেমন, এনসিপি ২ এর পাতায় দেখুন



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গতকাল সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন। -পিআইডি

# একনেকে ২৪ হাজার কোটি টাকার ১০ প্রকল্প অনুমোদন

**স্টাফ রিপোর্টার :**
জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) ২৪ হাজার ১১০ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ১০টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ১২ হাজার ৭৭৫ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ ৮ হাজার ৯৪৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ২ হাজার ৩৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। গতকাল বুধবার (২৫ নভেম্বর) প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক চেয়ারপারসন তারেক রহমানের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে নতুন প্রকল্প ৫টি ও সংশোধিত প্রকল্প ৪টি এবং মেয়াদ বৃদ্ধি একটি। একনেক সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান; অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী; স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ; আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান; সড়ক পরিবহন ও রেলপথমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম; পানিসম্পদ মন্ত্রী মো. শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন; বাণিজ্য মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু; অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর; পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত; পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

> এর মধ্যে নতুন প্রকল্প ৫টি ও সংশোধিত প্রকল্প ৪টি এবং মেয়াদ বৃদ্ধি একটি

**আজকের সভায় অনুমোদিত ১০টি প্রকল্প হলো :** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০২টি প্রকল্প (১) ৮টি বিভাগীয় শহরে পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং কিডনি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধন)' প্রকল্প এবং (২) এস্টাবলিশমেন্ট অব ৫০০ বেডেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এন্ড এনসিলারী বিল্ডিং ইন যশোর, কক্সবাজার, পাবনা, নোয়াখালী এবং জাতীয় গ্যাস্ট্রোলিভার ২ এর পাতায় দেখুন



## বাংলাদেশসহ ১৬ দেশের ওপর নতুন শুল্ক আরোপ করছে যুক্তরাষ্ট্র

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :**
বাংলাদেশসহ ১৬টি প্রধান বাণিজ্য অংশীদারের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন সক্ষমতার অভিযোগে তদন্তের ফল প্রকাশ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। এ তদন্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের পণ্যে নতুন আমদানি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব আসতে পারে। গত মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেলেই তদন্তের ফল প্রকাশ করা হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট তিনটি সূত্র জানিয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি দফতর (ইউএসটিআর) দেশভেদে আলাদা শুল্কহার প্রস্তাব করতে পারে। নতুন শুল্ক আগেই আরোপ করা শুল্কের সঙ্গে যুক্ত হবে। তবে মেক্সিকো ও নরওয়ের পণ্যে ২ এর পাতায় দেখুন

## ঢাকাসহ ৮ জেলায় ১০৮ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

**স্টাফ রিপোর্টার :**
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঢাকাসহ দেশের আট জেলায় ১০৮ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও চার প্লাটুন বিজিবি সদস্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। গতকাল বুধবার (২৫ নভেম্বর) বিজিবি সদর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। বিজিবির তথ্য অনুযায়ী, ঢাকার সাভার ও আশুলিয়ায় ১৮ প্লাটুন, নারায়ণগঞ্জে ছয় প্লাটুন, গাজীপুরে ১৮ প্লাটুন, ময়মনসিংহের ভালুকায় দুই প্লাটুন, গোপালগঞ্জে ৫৬ প্লাটুন, চট্টগ্রামে তিন প্লাটুন এবং কক্সবাজারে এক প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মোতায়েন করা বিজিবি সদস্যরা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে দায়িত্ব পালন করছেন। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, শিল্পাঞ্চলসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তা ও নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি বিশৃঙ্খলা, সহিংসতা ও জননিরাপত্তার জন্য হুমকি এমন কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে কাজ করছেন বিজিবি সদস্যরা। মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়ের জন্য বিজিবি সদর দপ্তরের মনিটরিং সেল থেকে প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি করা হচ্ছে। এ কাজে ড্রোন, বডি-ওর্ন ক্যামেরাসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাওয়া সরাসরি ভিডিও ফুটেজ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বিজিবি জানিয়েছে, সীমান্তে নিয়মিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায়ও পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন সদস্যরা। সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা, স্বাভাবিক ২ এর পাতায় দেখুন




## দেশের মোট ভোটার ১২ কোটি ৯২ লাখ ২৯ হাজার ৭৪৯ জন

**স্টাফ রিপোর্টার :**
বর্তমানে দেশের মোট ভোটার ১২ কোটি ৯২ লাখ ২৯ হাজার ৭৪৯ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৫৮ লাখ ৬ হাজার ৫৭৪ জন এবং নারী ভোটার ৬ কোটি ৩৪ লাখ ২১ হাজার ৮৭৮ জন। এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১ হাজার ২৯৭ জন। গত ৩১ আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত ৪ লাখ ৫২ হাজার ১০৬ জন ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে এক ব্রিফিংয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের ২ এর পাতায় দেখুন

## নতুন ক্ষমতা পেলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৩ উপসচিব

**স্টাফ রিপোর্টার :**
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের তিন উপসচিবকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়ে দেশের প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু বাংলাদেশ সচিবালয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৩ নভেম্বর এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা হলেন- উপসচিব মো. তোফায়েল হোসেন (পরিচিতি নম্বর ১৬২৯৪), উপসচিব কাজী আরিফুর রহমান (পরিচিতি নম্বর ১৬৯০৫) এবং উপসচিব মোছা. ফুয়ারা খাতুন (পরিচিতি নম্বর ১৬৯২০)। তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত রয়েছেন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১০(৫) ধারা ২ এর পাতায় দেখুন




## ‘আসিব-আসিব’ বলে কতদিন, এসব নিয়ে আমাদের মনোযোগ নেই: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :**
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, আসিব-আসিব বলিয়া কতদিন পার হবে, কোন দিন? একবার বলে নভেম্বর, একবার বলে ডিসেম্বর, আরেকবার বলে ১৬ ডিসেম্বর, এগুলোতে আমাদের মনোযোগ নেই। আমরা সব সময় সতর্ক আছি। গতকাল বুধবার (২৫ নভেম্বর) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সমসাময়িক বিষয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শেখ হাসিনার ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরার ঘোষণা এবং এ উপলক্ষে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এখন আসিব আসিব বলিয়া কতদিন পার হবে, ২ এর পাতায় দেখুন

# পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ

**স্টাফ রিপোর্টার :**
দেশের তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৭ হাজার টাকা নির্ধারণের সুপারিশ করেছে নিম্নতম মজুরি বোর্ড। বছরওয়ারি আনুপাতিক বৃদ্ধির হার বিবেচনায় এবারের মজুরি বৃদ্ধির হার অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি বলে জানিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। গতকাল বুধবার নিম্নতম মজুরি বোর্ডের বৈঠকে নতুন মজুরি কাঠামোয় প্রথম গ্রেডে ২১ হাজার ৫০০ টাকা, দ্বিতীয় গ্রেডে ২০ হাজার টাকা, তৃতীয় গ্রেডে ১৯ হাজার ২০০ টাকা এবং চতুর্থ গ্রেডে ১৭ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ২০২৩ সালে মজুরি বোর্ড নিম্নতম গ্রেডে বছরওয়ারি ১১ দশমিক ২৫ শতাংশ হারে মজুরি বাড়িয়ে ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করেছিল। এবার বছরওয়ারি ১২ শতাংশ হারে মজুরি বাড়িয়ে ১৭ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, অতীতে বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত বছরওয়ারি ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির হারের চেয়ে এবারের সুপারিশকৃত বৃদ্ধির হার বেশি। নতুন মজুরি কাঠামো চূড়ান্ত করায় নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদস্য, শ্রমিক ও মালিকপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঘামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। বর্তমান বাজার পরিস্থিতি, দ্রব্যমূল্য ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনায় মজুরি বোর্ড এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে- যাতে শ্রমিকরা সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারেন। মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রম আইন সংশোধনসহ ইতিবাচক সংস্কার এনেছে। এর অংশ হিসেবে মজুরি পুনর্নির্ধারণের সময়সীমা পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে তিন বছর করা হয়েছে। প্রতি তিন বছর পর মজুরি পর্যালোচনা ও পুনর্নির্ধারণের এ উদ্যোগ শ্রমিকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করবে। তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে ২ এর পাতায় দেখুন

> বোর্ডের ছয় সদস্যের মধ্যে চারজন ১৭ হাজার টাকা নির্ধারণের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। বাকি দুজন ১৮ হাজার টাকা নির্ধারণের পক্ষে মত দেন।



## পাঁচ বছর নয়, এখন থেকে তিন বছর পরপর বাড়বে মজুরি

-আরিফুল হক চৌধুরী

**স্টাফ রিপোর্টার :**
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ২০২৩ সালে মজুরি বোর্ড নিম্নতম গ্রেডে বছরওয়ারি ১১.২৫ শতাংশ হারে মজুরি বৃদ্ধি পূর্বক ১২,৫০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল, যেখানে ২০২৬ সালে মজুরি বোর্ড নিম্নতম গ্রেডে বছরওয়ারি ১২ শতাংশ হারে মজুরি বৃদ্ধি করে ১৭,০০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২ এর পাতায় দেখুন



## মাতারবাড়ীর মতো আরেকটি বন্দর প্রকল্প নিয়ে ভাবতে পারে চীন

-প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

**স্টাফ রিপোর্টার :**
প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসনবিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ বলেছেন, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের মতো উদ্যোগের পরিপূরক হিসেবে বাংলাদেশে আরেকটি বড় বন্দর অবকাঠামো প্রকল্প উন্নয়নের বিষয়টি চীন বিবেচনা করতে পারে। গতকাল বুধবার (২৫ নভেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কবিষয়ক ২ এর পাতায় দেখুন

# অচল থানা, ট্রেন বন্ধ, স্থগিত বরাদ্দও

**স্টাফ রিপোর্টার :**
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তারের পর থানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এতে থানার দুই তলা বিশিষ্ট ভবন, পুলিশের গাড়ি ও পোশাক সহ যাবতীয় সবকিছু পুড়ে যায়। তারপর থেকে কাগজ, কলমে চালু থাকলেও বাস্তবে চলে না থানাটির কার্যক্রম।
গত ১৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা গ্রেপ্তারকৃতদের ছিনিয়ে নিতে থানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের করে। এরপর থেকেই বন্ধ রয়েছে থানার কার্যক্রম। থানার সরকারি মোবাইল নম্বরগুলোও বন্ধ। আর সাধারন মানুষ থানায় কোন অভিযোগ নিয়ে আসছে কিনা তাও জানেনা পুলিশ সদস্যরা। টুঙ্গিপাড়া থানা সূত্রে জানা যায়, থানার দৈনন্দিনের কার্যক্রম পুলিশ সদর দপ্তর ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে পাঠাতে হয়। তাই কাগজে কলমে গত তিনদিন ধরে থানার ডিউটি অফিসারের দ্বায়িত্ব পালন করছেন সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) সবুজ হোসেন। গত সোমবার সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত টহল পুলিশের দ্বায়িত্ব পালন করছেন উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাহমুদুর রহমান। তারপর থেকে মঙ্গলবার রাত ৮ টা পর্যন্ত টহল পুলিশের দায়িত্ব পালন করছেন উপ-পরিদর্শক (এসআই) নাজমুল হোসেন। কিন্তু সরজমিনে দেখা যায় তার সম্পূর্ন বিপরীত। টুঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন থানার আশেপাশে সাধারন পোশাকেই ঘোরাফেরা করছেন। তখন তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শুধু কাগজে কলমেই তারা ডিউটি



অফিসার ও টহল পুলিশের দ্বায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু বাস্তবে শুয়ে বসে থাকা আর মন চাইলে একটু হাটাহাটি করা ছাড়া কোন কাজ নেই। কারণ আগুনে দুই তলা ভবন, গাড়ি সহ পুলিশের পোশাকও পুড়ে গেছে। তাই তারা কোথায় বসে ডিউটি অফিসারের দ্বায়িত্ব পালন করবেন! আর গাড়ি ও পুলিশের পোশাক ছাড়া কিভাবে তারা টহল পুলিশের কাজ করবেন। সাধারন জনগন কেউ অভিযোগ নিয়ে আসে কিনা তাও জানেনা তারা। টুঙ্গিপাড়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) পলাশ আহমেদ বলেন, “বর্তমানে ২ জন পরিদর্শক, ৪ জন এসআই, ৪ জন এএসআই ও ১০ জন কনস্টেবল রয়েছে থানায়। তাদের দিয়েই থানার ভেতরের কিছু কার্যক্রম কোন রকমে চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আগুনে সব ভস্মীভূত হয়েছে, প্রয়োজনীয় কোন সরঞ্জাম নেই। থানার কার্যক্রম চালু করতে ইতিমধ্যে আসবাবপত্র সহ প্রয়োজনীয় মালামাল চেয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছি। প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেলেই থানার কাজ শুরু করতে পারবো”। ১৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মীকে আটক করে টুঙ্গিপাড়া থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পরে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে থানায় হামলা করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলের নেতাকর্মীরা। পুলিশ হামলাকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে। একপর্যায়ে হামলাকারীরা আটক ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ছিনিয়ে নিয়ে থানায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এতে থানার দুই তলা ভবন, আসবাবপত্র, গুরুত্বপূর্ন নথি, পোশাক, ৯টি গাড়ি ও পুলিশ সদস্যদের ১৫ মোটর সাইকেল পুড়ে যায় ২ এর পাতায় দেখুন

## রিজার্ভ চুরি মামলার প্রতিবেদন দাখিল ৩০ ডিসেম্বর

**স্টাফ রিপোর্টার :**
বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ৩০ ডিসেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত। গত মঙ্গলবার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। তবে মামলার তদন্ত সংস্থা সিআইডি এদিন প্রতিবেদন দাখিল না করায় ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নতুন দিন ধার্য করেন। ২০১৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থেকে জালিয়াতি করে সুইফট কোডের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি করা হয়। পরে ওই টাকা ফিলিপাইনে পাঠানো হয়। দেশের অভ্যন্তরের কোনো একটি চক্রের সহায়তায় হ্যাকার গ্রুপ রিজার্ভের অর্থ পাচার করে বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টরা। ২ এর পাতায় দেখুন




## আওয়ামী ফ্যাসিবাদী আমলের অপরাধীদের বিচার নিশ্চিতে গণশুনানির উদ্যোগ

**স্টাফ রিপোর্টার :**
আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের আমলে সংঘটিত গুম-খুন, অপহরণ, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও রাজনৈতিক নির্যাতনসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার নিশ্চিতে জেলায় জেলায় গণশুনানি করে অপরাধীদের চিহ্নিতকরণের উদ্যোগ নিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থা। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম আজ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন। চিফ প্রসিকিউটরের পক্ষ থেকে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত নির্যাতিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, আহত-নিহত ও ভিকটিম পরিবারের সদস্য, প্রেসক্লাবের সদস্য, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
# সকালবেলা
নতুন প্রজন্মের কাগজ
The Daily Sakalbela
বৃহস্পতিবার
২৬ নভেম্বর ২০২৬
প্রকাশনার ৩০ বছর

## ডেঙ্গুতে একদিনে দুইজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৫২

**স্টাফ রিপোর্টার :**
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে নতুন রোগী ভর্তি হয়েছেন এক হাজার ১৫২ জন। গতকাল বুধবার (২৫ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গু বিষয়ক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৫২৩ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৩ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৬৫ জন, খুলনা বিভাগে ১২৯ জন, রাজশাহী বিভাগে ৭ এর পাতায় দেখুন

## সাত জেলায় নতুন পুলিশ সুপার

**স্টাফ রিপোর্টার :**
দেশের সাত জেলায় নতুন পুলিশ সুপার নিয়োগ দিয়েছে সরকার। গতকাল বুধবার (২৫ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা থেকে এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে সই করেছেন উপসচিব তৌছিফ আহমেদ। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপার করা হয়েছে চট্টগ্রামের উপপুলিশ কমিশনার আমিরুল ইসলামকে, লালমনিরহাটের পুলিশ সুপার করা হয়েছে ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশিদকে, নড়াইলের পুলিশ সুপার করা হয়েছে ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার মো. তৌহিদুল আরিফকে, খুলনার পুলিশ সুপার করা হয়েছে এপিবিএন-এর পুলিশ সুপার খাঁন মুহাম্মদ আবু নাসেরকে, ফেনীর পুলিশ সুপার করা হয়েছে গাইবান্ধার পুলিশ সুপার জসিম উদ্দীনকে, গাইবান্ধার পুলিশ সুপার করা হয়েছে এসআরইউ-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ কামরুল ইসলামকে এবং নওগাঁর পুলিশ সুপার করা হয়েছে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার মো. ছুফি উল্লাহকে। এছাড়া ৭ এর পাতায় দেখুন


রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে গতকাল বঙ্গভবনে পরিদর্শনে আসা বঙ্গভবন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ ফটোসেশনে অংশ নেন। -পিআইডি

## তোমরাই একদিন দেশ পরিচালনা করবে বঙ্গভবনে শিশুদের রাষ্ট্রপতি

**স্টাফ রিপোর্টার :**
রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে। তাদের মধ্য থেকেই কেউ চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, বিজ্ঞানী কিংবা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য হবে; কেউ সরকারি দায়িত্ব পালন করবে, আবার কেউ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। তিনি বলেন, এখন থেকেই শিক্ষার্থীদের বড় স্বপ্ন দেখতে হবে এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। একই সঙ্গে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, বাবা-মা ও শিক্ষকদের সম্মান করা এবং দেশকে ভালোবাসার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। গতকাল বুধবার (২৫ নভেম্বর) বঙ্গভবন পরিদর্শন কর্মসূচির তৃতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজধানীর ৭ এর পাতায় দেখুন

## ডিসেম্বরে চালু হচ্ছে পাঁচটি শিশু হাসপাতাল

**স্টাফ রিপোর্টার :**
চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশে চালু হচ্ছে পাঁচটি বিশেষায়িত শিশু হাসপাতাল। খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে এবং কুমিল্লা জেলায় একটি করে ২০০ শয্যার এই হাসপাতাল চালু হবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই পাঁচ হাসপাতালের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরও প্রয়োজনীয় জনবল ও যন্ত্রপাতির অভাবে দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত ছিল এই হাসপাতালগুলো। এসব হাসপাতাল চালু হলে ঢাকার বাইরে শিশুদের উন্নত ও বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা পাওয়ার সুযোগ বাড়বে। একই সঙ্গে গুরুতর অসুস্থ শিশুদের চিকিৎসার জন্য রাজধানীমুখী নির্ভরতা কমবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও কুমিল্লার পাঁচটি শিশু হাসপাতালের জন্য ১ হাজার ৪৪০টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পদগুলোর মধ্যে রয়েছে, উপপরিচালক পদ ৫টি, সহকারী পরিচালক পদ ৫টি, সিনিয়র কনসালটেন্ট পদ ১০০টি, জুনিয়র কনসালটেন্ট পদ ২০০টি ও আবাসিক চিকিৎসক পদ ১০টি। এছাড়া আবাসিক সার্জন পদ ১৫টি, আবাসিক মেডিকেল অফিসার পদ ৫টি, মেডিকেল অফিসার পদ ৩২৫টি রয়েছে। সেই সঙ্গে সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদ ১০টি, ইর্মার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার পদ ২০টি ও এনাসথেস্টি'র ২০টি পদ রাখা হয়েছে। এদিকে হাসপাতালগুলোর কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার প্রক্রিয়া আরও এগিয়ে নিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে উপপরিচালক পদে কর্মকর্তা পদায়ন করেছে। মঙ্গলবার স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে রাজশাহী শিশু হাসপাতালের উপপরিচালক হিসেবে ডা. মো. বেলাল হোসেন, বরিশাল শিশু হাসপাতালে ডা. মো. মজিবর রহমান, রংপুর শিশু হাসপাতালে ডা. মো. মোস্তফা জামান, কুমিল্লা শিশু হাসপাতালে ডা. মো. জহিরুল ইসলাম এবং খুলনা শিশু হাসপাতালে ডা. শওকত আলীকে পদায়ন করা হয়েছে। তাদেরকে ২৯ নভেম্বরের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগ দিতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রতিটি বিশেষায়িত শিশু হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) সুবিধা, কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের সুযোগ রাখা হবে। পাশাপাশি বড় পরিসরের আইসিইউ ইউনিটও থাকবে হাসপাতালগুলোতে। ভবিষ্যতে শয্যাসংখ্যা ও চিকিৎসাসেবার পরিধি বাড়ানোর সুযোগ রেখেই হাসপাতালগুলোর অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এসব হাসপাতালের আসবাবপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের দরপত্র প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। চলতি বছরের ১০ মে প্রধানমন্ত্রী তারেক ৭ এর পাতায় দেখুন



## নারায়ণগঞ্জের সাত খুনে জিয়াউল আহসানের সম্পৃক্ততা ছিল

-অ্যাটর্নি জেনারেল

**স্টাফ রিপোর্টার :**
নারায়ণগঞ্জের আলোচিত সাত খুনের ঘটনায় র‍্যাবের সাবেক কর্মকর্তা জিয়াউল আহসানের সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। তিনি বলেছেন, এ মামলার প্রধান আসামি হিসেবে পরিচিত তারেক সাঈদ মোহাম্মদের ১৬৪ ধারায় দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে জিয়াউল আহসানের নির্দেশনা ও ভূমিকার বিষয়টি উঠে এসেছে। গতকাল বুধবার নারায়ণগঞ্জের সাত খুন মামলার আপিল শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক ৭ এর পাতায় দেখুন



## বছরব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা ক্যাম্পেইন শুরু ১৩ ডিসেম্বর

-স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :**
আগামী ১৩ ডিসেম্বর থেকে বছরব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা ক্যাম্পেইন শুরু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ড. এম এ মুহিত। তিনি বলেছেন, বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের ভুল নীতিগত সিদ্ধান্তে দেশের দীর্ঘ চার-পাঁচ দশকের সফল পরিবার পরিকল্পনা এবং টিকাদান কর্মসূচি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তবে বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং আগামী ১৩ ডিসেম্বর থেকে দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা ক্যাম্পেইন শুরু করতে যাচ্ছে ৭ এর পাতায় দেখুন

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

## সংকটে 'শেষ ভরসা'র হাসপাতাল

**স্টাফ রিপোর্টার :**
দেশের নানা প্রান্ত থেকে চিকিৎসার আশা নিয়ে ছুটে আসা অসহায় মানুষের কাছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল 'শেষ ভরসা'র নাম। অথচ অনুমোদিত ধারণক্ষমতার দেড়গুণের বেশি রোগী এবং বহির্বিভাগ ও জরুরি বিভাগ মিলিয়ে প্রতিদিন ৯ হাজারের বেশি রোগীর চাপ সামলাতে গিয়ে নিজেই বহুমুখী সংকটে ধুঁকছে দেশের বৃহত্তম এই চিকিৎসাকেন্দ্র। শয্যা সংকটের পাশাপাশি নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্র (আইসিইউ), জনবল, পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপকরণ ও অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে প্রতিনিয়ত চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে রোগী ও তাদের স্বজনদের। তবে এই বিপুল চাপ সামাল দিতে এবং চিকিৎসাসেবার মান বাড়াতে বেশ কিছু তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। নতুন তিনটি ব্লকে আরও ৩ হাজার শয্যা যুক্ত করা, নতুন জনবল ও অ্যাম্বুলেন্স বাড়ানো, জরুরি কমপ্লেক্সে আলাদা প্যাথলজি বিভাগ চালু এবং রোগীর স্বজনদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে। হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল একেএম ফরহাদ হোসেন বলেন, 'ঢাকা মেডিক্যাল দেশের শেষ ভরসার জায়গা। এখান থেকে কোনো রোগী ফেরত দেওয়া হয় না। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হাসপাতাল থেকে জটিল ও সংকটাপন্ন রোগীদের এখানে পাঠানো হয়। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি সবাইকে চিকিৎসা দিতে। তবে রোগীর আধিক্যের


হাসপাতালে অনুমোদিত শয্যা সংখ্যা ২ হাজার ৬০০। কিন্তু প্রতিদিন এখানে ৪ হাজার থেকে ৪ হাজার ৬০০ রোগী ভর্তি থাকে।

কারণে ব্যবস্থাপনায় কখনও কখনও বিলম্ব বা সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়।
**ধারণক্ষমতার দেড়গুণের বেশি রোগী :** হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অনুমোদিত শয্যা সংখ্যা ২ হাজার ৬০০। কিন্তু প্রতিদিন এখানে ৪ হাজার থেকে ৪ হাজার ৬০০ রোগী ভর্তি থাকে। বাড়তি এই রোগীদের সামাল দিতে শয্যা ব্যবস্থাপনায় তৈরি হচ্ছে তীব্র চাপ। শয্যা না পাওয়া অসংখ্য রোগীকে বাধ্য হয়েই মেঝে ও করিডোরে থেকে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে। অতিরিক্ত রোগীর প্রভাব পড়ছে খাবার সরবরাহেও।
**জরুরি ও বহির্বিভাগে উপচে পড়া ভিড় :** ভর্তি রোগীদের বাইরেও প্রতিদিন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে প্রায় ২ হাজার এবং বহির্বিভাগে ৬ থেকে ৭ হাজার রোগী চিকিৎসা নিতে আসে। সব মিলিয়ে দৈনিক নতুন করে ভর্তি হয় ৪০০ থেকে ৫০০ রোগী। এই বিপুল চাপ সামাল দিতে জরুরি বিভাগে ১৬ থেকে ১৭ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পাশাপাশি দুজন জরুরি মেডিক্যাল অফিসার দায়িত্ব পালন করেন। জরুরি বিভাগের ১০৫ নম্বর ক্যাজুয়ালটি কক্ষে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০০টি ছোট-বড় অস্ত্রোপচার করা হয়। তবে দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো কারণে আসা মুমূর্ষু রোগীদের তাৎক্ষণিক অস্ত্রোপচারে অগ্রাধিকার দিতে হয়। এতে আগে থেকে নির্ধারিত অস্ত্রোপচারের তালিকায় থাকা রোগীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়, যা রোগী ও পরিবারের মানসিক যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে ৭ এর পাতায় দেখুন

## দেশজুড়ে সামান্য কমতে পারে দিন-রাতের তাপমাত্রা

**স্টাফ রিপোর্টার :**
মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করায় আগামী ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। এ সময় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। গতকাল বুধবার (২৫ নভেম্বর) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. আব্দুল হামিদ মিয়ার দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, আগামীকাল সকাল ৯টার মধ্যে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। আজ ২৬ নভেম্বর সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ ৭ এর পাতায় দেখুন



## রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে চায় বাংলাদেশ

**স্টাফ রিপোর্টার :**
রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বাড়ানো ও পণ্যের বৈচিত্র্য আনতে দেশটির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে বাংলাদেশের পণ্যের জন্য রাশিয়ার বাজারে আরও বেশি প্রবেশাধিকার চাওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার (২৫ নভেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার খোজিন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বৈঠকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রাশিয়ার পক্ষ থেকে বাংলাদেশে গম ও সার সরবরাহের বিষয়টি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগের সুযোগ খতিয়ে দেখতে রুশ বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানান তিনি। এ সময় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-রাশিয়া আন্তঃসরকার কমিশনের (আইজিসি) বৈঠকে ৭ এর পাতায় দেখুন



## গোপালগঞ্জের সহিংসতার ঘটনায় এসআরবি কমান্ডার আটক

**স্টাফ রিপোর্টার :**
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কথিত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গোপালগঞ্জে নতুন করে সহিংসতা ও নাশকতার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় গোপালগঞ্জসহ বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের পুলিশ ও প্রশাসনের ৩০ কর্মকর্তাকে গোয়েন্দা নজরদারিতে রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে সহিংসতার পরিকল্পনা, উসকানি ও অর্থায়নের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে কাজ করছেন গোয়েন্দারা। এ পরিস্থিতিতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়নের (এসআরবি) ৭ এর পাতায় দেখুন

## মহাসড়কে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের

**স্টাফ রিপোর্টার :**
দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক করিডোর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কটিকে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত এক্সপ্রেসওয়েতে রূপান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ী থেকে শুরু হয়ে চট্টগ্রামের সাগরিকা মোড় পর্যন্ত প্রায় ২৩৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের প্রস্তাবিত এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৪ কিলোমিটার অংশ উড়ালপথে এবং বাকি অংশ ভূমিতে নির্মাণের পরিকল্পনা করছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। প্রকল্পের নির্মাণ কাঠামো ও অর্থায়ন পদ্ধতি চূড়ান্ত করে দ্রুত কাজ শুরুর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকের পর এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে রাজধানীর সংযোগকারী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার পণ্যবাহী ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, বাস ও ব্যক্তিগত যানবাহন চলাচল করে। দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৯২ শতাংশ এবং রপ্তানি বাণিজ্যের ৮১ শতাংশ এ পথে পরিচালিত হওয়ায় মহাসড়কটি অর্থনীতির লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত। তবে সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, মিশ্র যানবাহনের চলাচল ও যানজটে বাড়ছে যাতায়াতের সময় ও পরিবহন ব্যয়। বেড়েছে নিরাপত্তাঝুঁকি। এসব সংকট কাটিয়ে দ্রুত, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করাই এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি প্রধান শিল্পাঞ্চল, ইপিজেড ও তৈরি পোশাকশিল্পের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করে শিল্প উৎপাদন, পণ্য পরিবহন ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জিডিপিতে অবদান বাড়ানোর লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এশিয়ান হাইওয়ে, আঞ্চলিক সহযোগিতা উদ্যোগ ও বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আঞ্চলিক যোগাযোগ, আন্তর্জাতিক সরবরাহব্যবস্থা ও পণ্য পরিবহন আরও সহজ করতে চায় সরকার। ২০০৪ সালে সরকার এ পথে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত মহাসড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা করে এবং ২০০৮ সালে সম্ভাব্যতা যাচাই ও নকশা প্রণয়নে এডিবি প্রায় ১০০ কোটি টাকা ঋণের আগ্রহ দেখায়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের মার্চে পিপিপির অধীনে প্রকল্পটির অনুমোদন ও পরের মাসে পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়, যাতে ২০১৫ সালের অক্টোবরে তৎকালীন সরকারও সম্মতি দেয়। এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ২০১৫ সালে চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (সিএইচইসি) সমঝোতা স্মারক সই করে। তবে গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কটি চীনা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে, সরকারের ভেতরে এমন বিরোধিতার কারণে ২০২১ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার প্রকল্পটি ৭ এর পাতায় দেখুন

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক



শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন গতকাল ঢাকায় মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (MIST) এর সম্মেলনকক্ষে ২৩তম কাউন্সিল সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

## প্রকৌশল শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে বদ্ধপরিকর সরকার : শিক্ষামন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার :**
যুগের চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে প্রকৌশল শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। গতকাল বুধবার ঢাকায় সকালে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজিতে (এমআইএসটি) কাউন্সিল অব এমআইএসটি'র ২৩তম সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় কেবল সনদ বিতরণের প্রতিষ্ঠান নয়, হতে হবে উৎকর্ষের কেন্দ্র। শিক্ষা হতে হবে দক্ষতাভিত্তিক ও কর্মমুখী। আমরা সততা, নিষ্ঠা, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত আগামীর প্রজন্ম গড়ে তুলতে কাজ করছি। ড. মিলন আরও বলেন, 'আমরা বাংলাদেশকে একটি আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষা হাবে পরিণত করার ৭ এর পাতায় দেখুন

## গাজীপুরে অর্ধশতাধিক কারখানায় ছুটি ঘোষণা, বাড়ি ফিরছেন শ্রমিকরা

**স্টাফ রিপোর্টার :**
তৈরি পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৭ হাজার টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্তের পর বুধবার সকাল থেকে গাজীপুরে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা গেছে। জেলার বিভিন্ন স্থানে পোশাকশ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে ১৬টি কারখানা দুই (বুধবার ও বৃহস্পতিবার) দিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া কয়েকটি পোশাক কারখানায় ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। নিরাপত্তার স্বার্থে সকাল থেকে আজকের জন্য প্রায় অর্ধশতাধিক কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রমিক, কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। এদিকে কারখানাগুলো দুই দিন ছুটি দেওয়ায় শ্রমিকরা শুক্রবারসহ তিনদিন ছুটি পেয়েছেন। ইতোমধ্যে তারা গ্রামের বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছেন। বুধবার (২৫ নভেম্বর) সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত শিল্পাঞ্চল ঘুরে এ চিত্র দেখা গেছে। তবে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শিল্পাঞ্চল এলাকায় ৭ এর পাতায় দেখুন



## গাজীপুরে অর্ধশতাধিক কারখানায় ছুটি, বাড়ি ফিরছেন শ্রমিকরা

**স্টাফ রিপোর্টার :**
তৈরি পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৭ হাজার টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্তের পর বুধবার সকাল থেকে গাজীপুরে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা গেছে। জেলার বিভিন্ন স্থানে পোশাকশ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে ১৬টি কারখানা দুই (বুধবার ও বৃহস্পতিবার) দিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া কয়েকটি পোশাক কারখানায় ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। নিরাপত্তার স্বার্থে সকাল থেকে আজকের জন্য প্রায় অর্ধশতাধিক কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রমিক, কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। এদিকে কারখানাগুলো দুই দিন ছুটি দেওয়ায় শ্রমিকরা শুক্রবারসহ তিনদিন ছুটি পেয়েছেন। বুধবার (২৫ নভেম্বর) সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত শিল্পাঞ্চল ঘুরে এ চিত্র দেখা গেছে। তবে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শিল্পাঞ্চল এলাকায় ৭ এর পাতায় দেখুন

## ককটেল তৈরির সময় বিস্ফোরণে আওয়ামী লীগ কর্মীর মৃত্যু

**স্টাফ রিপোর্টার :**
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় ককটেল তৈরির সময় বিস্ফোরণে মোহাম্মদ টমাস (৩৫) নামের এক আওয়ামী লীগ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে পৌনে চারটার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান। নিহত মোহাম্মদ টমাস শিবগঞ্জ উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর লাম্বার টোলা গ্রামের মর্তুজার ছেলে। তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ডা. সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল এর অনুসারী হিসেবে পরিচিত। ওসি মতিউর রহমান বলেন, বোমা বা ককটেল বিস্ফোরণে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছে বলে জেনেছি। আমি এখন ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। পরে বিস্তারিত জানাতে পারব। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ওয়াসিম ফিরোজ বলেন, বিনোদপুর ৭ এর পাতায় দেখুন

## ছত্রাকে বাড়ছে প্রাণঘাতী সংক্রমণের ঝুঁকি

**স্টাফ রিপোর্টার :**
দাদ, খুশকি ও মুখের থ্রাশ পরিচিত ছত্রাকজনিত সমস্যা। তবে কিছু প্রজাতির ছত্রাক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া মানুষের শরীরে গুরুতর সংক্রমণ ঘটাতে পারে, যা কখনো প্রাণঘাতীও হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বিরল প্রজাতির 'ক্যান্ডিডা সিফেরি' ছত্রাকের সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে চিকিৎসকদের মধ্যে। ডায়াবেটিস ও ক্যানসারে আক্রান্ত রোগী, অঙ্গ প্রতিস্থাপনকারী এবং দীর্ঘ মেয়াদে স্টেরয়েড গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। রক্তে ছড়িয়ে পড়লে এটি মারাত্মক সংক্রমণ (ক্যান্ডিডেমিয়া) ঘটাতে পারে। উদ্বেগের বিষয় হলো, এ ছত্রাকের বিরুদ্ধে বহুল ব্যবহৃত ছত্রাকনাশক ওষুধ ফ্লুকোনাজোলের কার্যকারিতা কমে আসছে। বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড ইমিউনোলজি বিভাগের 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স রিপোর্ট: ২০২৫-২৬'-এ এমন তথ্য উঠে এসেছে। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবু নাসের ইবনে সাত্তার এবং সহযোগী অধ্যাপক ডা. সানজিদা খন্দকার সেতু গবেষণাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
**ছত্রাক যেভাবে ভয়ের কারণ :** ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত বিএমইউর পরীক্ষাগারে ৬ হাজার ৫৯১টি রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে ছত্রাকের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয় ৭৬টিতে। এসব নমুনার মধ্যে ৭২টিতে ছিল ক্যান্ডিডা প্রজাতির ছত্রাক। ক্যান্ডিডা সাধ

## ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ৩

অর্জনকারী শিক্ষার্থীরা একটি করে বাইসাইকেল পাবে। মেয়েদের পড়াশোনায় উৎসাহ বাড়ানো এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ সময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারী, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার, মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আব্দুল খালেকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

## দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও

নয়। এজন্য কৃষি, বাণিজ্যসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। গতকাল বুধবার (২৫ নভেম্বর) ঢাকার ফার্মগেটে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার কাজ করছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ২০১৩ সালে শুরু হলেও মাঝখানে নানা সীমাবদ্ধতায় প্রতিষ্ঠানটির প্রত্যাশিত বিকাশ হয়নি। বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে আরও সক্ষম ও কার্যকর করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, রপ্তানিমুখী পণ্যের মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। রপ্তানির জন্য মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করে দেশের বাজারে নিম্নমানের পণ্য সরবরাহ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে শিশুদের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের সততা, সচেতনতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনার আহ্বান জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পণ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে সরকারি সেবার সময়সীমা সংক্ষিপ্ত করা প্রয়োজন। ফাইল প্রক্রিয়াকরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়ায় ব্যবসায়ীরা সমস্যার সম্মুখীন হন। এসব জটিলতা নিরসনে সরকার কাজ করছে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে ধারাবাহিক আলোচনা ও সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে বাণিজ্য, কৃষিসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনদের নিয়ে আগামী পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। তাদের প্রস্তাব যাচাই করে দেশের স্বার্থে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, জাইকার অর্থায়নে ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রামে তিনটি পরীক্ষাগার স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ঢাকার পরীক্ষাগারটি আশুলিয়ায় এবং চট্টগ্রামেরটি হালিশহরে স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে পরীক্ষাগারগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা গেলে খাদ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্য প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে এবং দ্রুত পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া সম্ভব হবে। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, বিদ্যমান পরীক্ষাগারগুলোর সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি রপ্তানি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ, রাসায়নিক উপাদান, ভারী ধাতু, মাইকোটক্সিন ও অণুজীব পরীক্ষার সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

সরকারি ও বেসরকারি পরীক্ষাগার, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, বিএসটিআই ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, একই পণ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বারবার পরীক্ষা করার ফলে ব্যবসায়ীদের সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। এ ধরনের পুনরাবৃত্তি ও জটিলতা কমিয়ে সমন্বিত সেবা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সততা, জবাবদিহি ও নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, পরীক্ষার রিপোর্ট অর্থের বিনিময়ে প্রভাবিত করা কিংবা অনৈতিকভাবে সনদ প্রদান গ্রহণযোগ্য নয়। খাদ্যে ভেজাল ও অনিয়ম প্রতিরোধে কার্যকর আইন প্রয়োগ এবং অপরাধের জন্য কঠোর ও বাস্তবসম্মত শাস্তির বিধান প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের বিবেক, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ থেকেই খাদ্যের মান নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী, পরীক্ষাগার, বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতা, সমন্বিত উদ্যোগ ও কার্যকর পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। সেমিনারে কি-নোট উপস্থাপন করেন অধ্যাপক নোমান ফারুক আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মো. ফজলুল হক এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন জনাব আহসান হাবীব। সেমিনারে সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সেমিনার শেষে খাদ্যমন্ত্রী বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

## মানবিক বাংলাদেশ গঠনে নিরলস

কাজ করে যাচ্ছে। গতকাল রাজধানীর বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশনের উদ্যোগে আয়োজিত "ন্যাশনাল চাইল্ড এন্ড ইয়ুথ-লিড ডায়ালগ- 'ফাইভ জিরো' মুভমেন্ট"-এর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিশুশ্রম প্রতিরোধ এবং দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কর্মসূচি ও উপবৃত্তি চালু করেছিলেন। বর্তমান সরকার তারই ধারাবাহিকতায় মিড ডে মিল কর্মসূচি চালু করেছে এবং সব শিক্ষার্থীর জন্য একই ধরনের পোশাক, জুতা ও স্কুল ব্যাগ প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে। এই উদ্যোগ কোনো নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। মা ও শিশুর অপুষ্টি দূর করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মা ও শিশু যাতে অপুষ্টিতে না ভোগে, সে লক্ষ্যে সরকার চলমান '১০০০ দিনের কর্মসূচি'র মেয়াদ বৃদ্ধি করে চার বছরে উন্নীত করার চিন্তাভাবনা করছে। সরকার কেবল সামাজিক নিরাপত্তা ভাতার পরিমাণই বৃদ্ধি করেনি, বরং ভাতাভোগীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়িয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে পারিবারিক ও নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে অধ্যাপক ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা জাগ্রত করা গেলে নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা অনেকাংশেই কমে আসবে। তাই পিতা-মাতাদের উচিত তাদের সন্তানদের শৈশব থেকেই ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। এই সামাজিক সচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যমকর্মীদেরও অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা শিশুদের সার্বিক বিকাশের স্বার্থে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ 'লাইফ স্কিল' বা জীবনদক্ষতামূলক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, নারী ও শিশু বিষয়ক সচিব ড. রওশন আরা বেগম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের পরিচালক ডা. জেরার্ড উইলিয়াম ব্যারেন্ডস। এছাড়াও, অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) প্রতিনিধি এবং নারী ও শিশু অধিকার কর্মী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কিশোর-কিশোরীরাও উপস্থিত ছিলেন।

## একনেকে ২৪ হাজার কোটি

কলেজ হাসপাতাল এন্ড এনসিলারী বিল্ডিং ইন যশোর, কক্সবাজার, পাবনা, নোয়াখালী এবং জাতীয় গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ১১ ও ১২ তলা ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (২য় সংশোধন)' প্রকল্প।

**সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০১টি প্রকল্প :** (১) চরফ্যাশন উপজেলায় বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের ৪র্থ বার মেয়াদ বৃদ্ধি প্রকল্প।

**স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ০৩টি প্রকল্প :** (১) পাবনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (PDRIDP) প্রকল্প, (২) 'চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' প্রকল্প এবং (৩) নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (প্রস্তাবিত ২য় সংশোধন) প্রকল্প।

**দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প :** (১) গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) (প্রস্তাবিত ৪র্থ সংশোধন) প্রকল্প।

**বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০২টি প্রকল্প :** (১) আরইবি'র আওতায় ঢাকার পার্শ্ববর্তী ১৩টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন প্রকল্প এবং (২) আরইবি'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প।

**পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প :** (১) কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে উপকূলীয় পোল্ডার নং-৬৪/২এ এবং ৬৪/২বি এর পুনর্বাসন প্রকল্প; অনুমোদন করা হয়েছে। সভায় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ইতিমধ্যে অনুমোদিত ৫০ কোটি টাকার কম ব্যয় সম্বলিত ০৭টি প্রকল্প সম্পর্কে একনেক সভায় অবহিত করা হয়। সেগুলো হলো: (১) চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলমগ্নতা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিস্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধনী) প্রকল্প (২) Flood Reconstrction Emergency Assistance Project (FREAP) প্রকল্প; (৩) কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে স্থাপিত উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরিতে রুপান্তর প্রকল্প; (৪) ময়মনসিংহ বিভাগে মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প; (৫) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্যসম্পদের জরিপ পদ্ধতির উন্নয়ন প্রকল্প; (৬) ভেনম রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ (ভিআরসি, বি) শক্তিশালীকরণ প্রকল্প; (৭) টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর স্থাপন প্রকল্প।

## ঢাকাসহ ৮ জেলায় ১০৮ প্লাটুন

চলাচল ও দৈনন্দিন কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখতে এবং যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

## বাংলাদেশসহ ১৬ দেশের ওপর

তাৎক্ষণিকভাবে নতুন শুল্ক আরোপের সম্ভাবনা কম বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ৩০১ ধারার আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের বড় বাণিজ্য অংশীদারদের বিরুদ্ধে এ তদন্ত শুরু করে ইউএসটিআর। তদন্তে অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন সক্ষমতার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ, চীন, ভারত, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, সিঙ্গাপুর, কম্বোডিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তবে চূড়ান্ত হওয়া বাণিজ্য চুক্তিতে নির্ধারিত সর্বোচ্চ শুল্কহার বজায় রাখার কথা বিবেচনা করছে হোয়াইট হাউস। এর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার পণ্যে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ এবং মালয়েশিয়ার পণ্যে ১৯ শতাংশ শুল্কসীমা রয়েছে। চীনের পণ্যে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের শুল্ক সর্বোচ্চ ২০ শতাংশে রাখার বিষয়টিও বহাল থাকতে পারে। তবে ১০ জানুয়ারি মেয়াদ শেষ হতে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্যবিরতি বাড়ানো না হলে চীনের অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতার জন্য প্রস্তাবিত শুল্কহার আরও বাড়তে পারে। সাবেক মার্কিন বাণিজ্য দফতরের কর্মকর্তা রায়ান মাজেরাসের ধারণা, তদন্তের প্রতিবেদনে ১৬ বাণিজ্য অংশীদারের জন্য পৃথক শুল্ক প্রস্তাব থাকতে পারে। তার মতে, অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতার দায়ে অভিযুক্ত দেশগুলোর বিভিন্ন খাতের পণ্যে ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিতে পারে প্রশাসন। এসব শুল্ক আগের আরোপিত শুল্কের সঙ্গে যুক্ত হবে। তবে উৎপাদন সক্ষমতা কমাতে দেশগুলো পদক্ষেপ না নিলে ধাপে ধাপে শুল্ক বাড়ানোর শর্তসহ তুলনামূলক কম হারও প্রস্তাব করা হতে পারে বলে জানান তিনি। গত মার্চে অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা নিয়ে এ তদন্ত শুরু করে ইউএসটিআর। একই সময়ে ৫৯টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে জোরপূর্বক শ্রমবিরোধী আইন প্রয়োগের দুর্বলতা নিয়েও পৃথক তদন্ত শুরু হয়। এ দুই তদন্তের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের বাতিল করা ট্রাম্পের 'লিবারেশন ডে' শুল্কব্যবস্থা পুনর্গঠনের লক্ষ্য রয়েছে প্রশাসনের। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতার কারণে চীন ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, বৈদ্যুতিক গাড়ি, গৃহস্থালি সরঞ্জাম ও সৌরবিদ্যুৎসহ বিভিন্ন পণ্য বিশ্ববাজারে অতিরিক্ত সরবরাহ করছে। তবে চীন এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, তাদের রফতানি প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার প্রতিফলন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ায় চীনা বিনিয়োগের বিষয়টিও তদন্তের আওতায় এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, এসব দেশে পণ্য উৎপাদন করে আগের মার্কিন শুল্ক এড়িয়ে দেশটির বাজারে প্রবেশ করছে চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো। এদিকে, গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের আরোপ করা কিছু শুল্ক বাতিল করে। ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে বলেও রয়টার্সের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

## দেশের স্বার্থে সংলাপে কোনো

জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার এই উদ্যোগকে গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে একা নয়, ১১ দলীয় ঐক্যের সব দলকে নিয়ে একসঙ্গে সংলাপে বসতে চায় দলটি। তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এসব সংলাপে রাজনৈতিক দলগুলো মূল এজেন্ডার বাইরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আসছে। যেমন, এনসিপি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে জুলাই সনদসহ বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরেছিল। প্রধানমন্ত্রীকে তারা বলেছে, ঐক্য চাইলে অবশ্যই সংস্কার, বিচার ও দেশের সার্বভৌমত্বকে প্রাধান্য দিতে হবে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি এক দিনে তৈরি হয়নি। নির্বাচনের পর গত সাত-আট মাসে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, বিচার প্রশ্নে আপসকামিতা, ২৪-এর পরাজিত শক্তির বিষয়ে কঠোর অবস্থান না নেওয়া এবং ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পষ্ট অবস্থান না থাকার কারণে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। একদলীয় সংবিধান সংশোধন কমিটি গণভোটের রায় বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে মন্তব্য করে নাহিদ ইসলাম বলেন, এ কারণে কমিটি বাতিলের আহ্বান জানিয়েছে এনসিপি। একই সঙ্গে গণভোটের রায়ের আলোকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের কথা বলেছে দলটি। জামায়াতের পক্ষ থেকেও আসন্ন সংলাপে এসব বিষয় তুলে ধরা হবে বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে জামায়াতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এখনো দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। তবে জামায়াত যে সংলাপে অংশ নেওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক, তা জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে এটাও বলা হয়েছে, সংলাপ হলে ১১ দলীয় ঐক্যের সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে হতে হবে। আর এতে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) অন্যান্য দলকেও ডাকা উচিত। জামায়াত ১১ দলগতভাবে বসতে চায়, কারণ এই সংলাপে তারা গণভোট, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের মতো বিষয় নিয়ে কথা বলতে চায়। এসব দাবিতে তারা সংসদে যেমন সরব, তেমনি রাজপথেও আন্দোলন করছে। এই বিষয়গুলো এই আলোচনায় কি জরুরি? আমরা উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে দেখি, সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও দেশের জরুরি প্রশ্নে তারা এসব বিরোধ পাশে সরিয়ে রেখে জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং সমাধানের পথ খুঁজে বের করে। যুক্তরাজ্যের কথাই ধরা যাক। সেখানে লেবার পার্টি ও কনজারভেটিভ পার্টির বিরোধ দেশটির গণতন্ত্রের মূল শক্তি। কিন্তু যখনই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তখন তারা আলোচনায় বসে সমাধানের চেষ্টা করে। সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রশ্নে যুক্তরাজ্যে সর্বদলীয় বৈঠক হয়। সেখানে তারা যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অভিবাসন সম্পর্কেও ব্রিটেনের সব দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। তার মানে এই নয় যে, কনজারভেটিভ পার্টির অন্য দাবি ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি মেনে নিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মতপার্থক্য এখন চরমে। কিন্তু দেশটির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে দুটি দল একমত এবং একসঙ্গে কাজ করে। ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পের সব একতরফা সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হলেও দেশের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করে। এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। এটাই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য থাকবে, কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তারা একসঙ্গে কাজ করবেড় এটাই সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্রের এই সংস্কৃতি বাংলাদেশে চালু করার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সারা দেশে আগুন সন্ত্রাস ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে তিনি বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেছেন। এখন দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করছেন। বাংলাদেশে এই ধরনের চর্চা অতীতে দেখা যায়নি। তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে যেমন সংসদকে কার্যকর করেছেন, তেমনি বিরোধী দলের মতামতকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিরোধী দলগুলোকেও এখন এই রীতিনীতির চর্চা করা উচিত। এখন দরকার সন্ত্রাস প্রতিরোধে জাতীয় ঐক্য। গণভোট কিংবা সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক হবে, মতপার্থক্য থাকবে। সরকার ও বিরোধী দল সেটা নিয়ে সংসদে আলোচনা করবে, বিতর্ক করবে। আগামী নির্বাচনে জনগণ এসব মতপার্থক্য ও বিরোধ মূল্যায়ন করবে। ভোটের মাধ্যমে রায় দেবে কে সঠিক আর কে ভুল। কিন্তু দেশের মানুষ যখন আক্রান্ত, তখন জাতীয় ঐক্যের বিনিময়ে নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা সঠিক কাজ নয়। দেশের স্বার্থ কোনো গিভ অ্যান্ড টেক নয়। দেশে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে এসেছেন। এখন বিরোধী দলগুলোকেও দায়িত্বশীল হতে হবে।

## দেশের মোট ভোটার ১২ কোটি

সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এ তথ্য জানিয়েছেন। ইসি সচিব জানান, আমরা গত ৩১ আগস্ট যে ভোটার সংখ্যা বলেছিলাম তা থেকে আজ পর্যন্ত ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে ৪ লাখ ৫২ হাজার ১০৬ জন। এই ভোটার তালিকা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন করা হবে বলে তিনি জানান। তিনি আরও জানান, ইউপি নির্বাচন নিয়ে আগামী ২৯-৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর রাজনৈতিক দলগুলোনের সাথে কমিশনের মতবিনিময় করার কথা রয়েছে। ৫৫ টি দলকে এই সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

## নতুন ক্ষমতা পেলেন স্বরাষ্ট্র

অনুযায়ী তাদের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ৪ ধারা অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, উপসচিব মো. তোফায়েল হোসেনকে দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ১৮৮, ২৯০ ও ২৯১ ধারায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে উপসচিব কাজী আরিফুর রহমান ও উপসচিব মোছা. ফুয়ারা খাতুনকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এবং সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর নির্ধারিত ধারায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা সচিবালয়ে কর্মরত থাকাকালীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। তবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার আগে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করতে হবে। প্রয়োজনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার অধিক্ষেত্রে অন্যান্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়টি সমন্বয় করতে পারবেন। এ ছাড়া মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিবরণ নির্ধারিত ছকে সংশ্লিষ্ট মাসের শেষ কর্মদিবসে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ-২ শাখা থেকে জারি করা এ প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেছেন সিনিয়র সহকারী সচিব আল-বশিরুল ইসলাম। প্রজ্ঞাপনটি রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জারি করা হয়েছে।

## 'আসিব-আসিব' বলে কতদিন

কোন দিন, একবার বলে নভেম্বর, একবার বলে ডিসেম্বর, আরেকবার বলে ১৬ তারিখ এগুলোতে আমাদের মনোযোগ নেই। আমরা সব সময় সতর্ক আছি। তিনি বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় বিজিবি মোতায়েনও নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ। কোথাও অস্থিরতা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকলে তথ্যের ভিত্তিতে বিজিবিসহ অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদের নিয়োজিত করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কেউ উগ্রবাদী তৎপরতা, ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড, জ্বালাও-পোড়াও কিংবা জনগণের জানমালের ক্ষতি করার চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী পলাতক ও দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ফেরত চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কূটনৈতিক চ্যানেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তারা আইনানুগভাবে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে। তিনি বলেন, আগামী ১৬ ডিসেম্বর কেন্দ্র করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা নিয়ে সরকার কোনো চাপ অনুভব করছে না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নিয়মিত দায়িত্ব পালন করছে। যে কোনো ধরনের সহিংসতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড মোকাবিলায় সরকার প্রস্তুত। আওয়ামী লীগকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বিষয়টি বিচারিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করছে। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধনের মাধ্যমে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে এবং তা শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তিনি বলেন, তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র দাখিল এবং বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে আদালত আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন। সে ক্ষেত্রে দল স্থায়ীভাবে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষিদ্ধ করা এবং সংগঠনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মতো বিধান রয়েছে। স্

## ডেঙ্গুতে একদিনে দুইজনের মৃত্যু,

ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছরে এ যাবত মোট এক লাখ ৭১ হাজার ৭৫০ জন ডেঙ্গুরোগী হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে চার হাজার ৮৬১ জন ডেঙ্গুরোগী হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

## সাত জেলায় নতুন পুলিশ

হয়েছে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার মো. ছুফি উল্লাহকে। এছাড়া পুলিশের আরও ৭ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।

## তোমরাই একদিন দেশ পরিচালনা

অভ্যাস গড়ে তোলা, বাবা-মা ও শিক্ষকদের সম্মান করা এবং দেশকে ভালোবাসার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। গতকাল বুধবার (২৫ নভেম্বর) বঙ্গভবন পরিদর্শন কর্মসূচির তৃতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজধানীর বঙ্গভবন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গভবন পরিদর্শন করে। এতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরভী আক্তারের নেতৃত্বে ৩৫ জন শিক্ষার্থী ও ৪ জন শিক্ষক এ পরিদর্শনে অংশ নেন। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি শিক্ষার্থীদের কাছে বঙ্গভবন ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতা জানতে চান। এসময় শিক্ষার্থীরা তাদের পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে জানায়, বঙ্গভবনের ঐতিহাসিক নিদর্শন, তোশাখানা জাদুঘরে সংরক্ষিত মূল্যবান সামগ্রী, এয়ার রেইড শেল্টার ও হরিণ পার্ক ঘুরে দেখে তারা খুবই আনন্দিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে পেরে তারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে।

শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, বর্তমানে অনেক শিশু বই পড়ার পরিবর্তে মোবাইল ফোনে বেশি সময় ব্যয় করে। মোবাইলের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি থেকে শিশুদের বই পড়ার দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। শিশুদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি বলেন, তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তোমরাই দেশটাকে গড়ে তুলবে। তোমরাই একদিন দেশ পরিচালনা করবে। তাই এখন থেকেই নিজেদের লক্ষ্য ঠিক করতে হবে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতিও শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন রাষ্ট্রপতি। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশটাকে ভালোবাসবে। আমাদের দেশটাই আসল, এটাই আমাদের অস্তিত্ব। এই দেশই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, আমাদের জীবিকা ও আশ্রয় দেয়। দেশকে ভালোবেসে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই এবং একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, সচিব ও প্রেস সচিবসহ বঙ্গভবনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। রাষ্ট্রপতির প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

## ডিসেম্বরে চালু হচ্ছে

পরিধি বাড়ানোর সুযোগ রেখেই হাসপাতালগুলোর অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এসব হাসপাতালের আসবাবপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয়ের দরপত্র প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। চলতি বছরের ১০ মে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে দেশের অব্যবহৃত হাসপাতালগুলো দ্রুত চালুর নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হাসপাতালগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিলেরও নির্দেশ দেন। মূলত এরপরই হাসপাতালগুলো চালুর তোড়জোড় শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী ডা. এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার গত ৩১ অক্টোবর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের জানান, চলতি বছরের শেষ দিকে প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি শিশু হাসপাতাল একযোগে উদ্বোধন করবেন। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের জন্য নতুন পদ সৃষ্টির কাজ শেষ হয়েছে। চিকিৎসা সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র কেনার প্রক্রিয়াও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাসপাতালগুলোর উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। জানা গেছে, নিউনেটাল ভেন্টিলেটর, সিটি স্ক্যান, এক্সরে মেশিন, পোর্টেবল এক্স-রে, মাল্টি প্যারামিটার বা কার্ডিয়াক মনিটর, ফটোথেরাপি মেশিনসহ ২০০ বেডের শিশু হাসপাতাল চালু করতে যেসব যন্ত্রাংশ প্রয়োজন, সেগুলো ইতোমধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

## নারায়ণগঞ্জের সাত খুনে জিয়াউল

খুন মামলার আপিল শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন অ্যাটর্নি জেনারেল। তারেক সাঈদের বক্তব্য অনুযায়ী, জিয়াউল আহসানের নির্দেশ ও অনুমতি ছাড়া র‍্যাবের কোনো অভিযান পরিচালিত হতো না। সংবাদ সম্মেলনে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, "নারায়ণগঞ্জের সাত খুন মামলার নথিপত্র ও আসামিদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে হত্যাকাণ্ডের যে বিবরণ উঠে এসেছে, তা অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রথমে পাঁচজনকে অপহরণ করা হয়। পরে আইনজীবী চন্দন সরকার ও তার গাড়িচালক ঘটনাটি দেখে ফেলায় তাদেরও অপহরণ করা হয়। এরপর সাতজনকে অচেতন করে হত্যা করা হয়। হত্যার পর লাশের পেটে ইট ও সিমেন্টের বস্তা বেঁধে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়, যাতে মরদেহ পানিতে ভেসে উঠতে না পারে"। তিনি বলেন, "আসামিরা তাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে হত্যাকাণ্ডের বিভিন্ন পর্যায়, কার কী ভূমিকা ছিল এবং কীভাবে পুরো ঘটনা ঘটানো হয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তাদের বক্তব্যের সঙ্গে মামলার অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণেরও মিল রয়েছে"। অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনীক আর হক বলেন, "মামলাটিতে হত্যাকাণ্ডের সময় কোনো প্রত্যক্ষদর্শী না থাকায় আসামিদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে"। রাষ্ট্রপক্ষ তারেক সাঈদ মোহাম্মদ, মেজর (অব.) আরিফ হোসেন, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এম এম রানা, হাবিলদার এমদাদুল হক ও সিপাহী আবু তৈয়বের জবানবন্দির বিভিন্ন অংশ আদালতে পড়ে শুনিয়েছে। তিনি বলেন, আসামিদের জবানবন্দিতে হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা, অপহরণ, হত্যা এবং মরদেহ নদীতে ফেলে দেওয়ার বিষয়গুলো উঠে এসেছে। তাদের বক্তব্যে বলা হয়েছে, প্রথমে পাঁচজনকে আটক করা হয়েছিল। পরে আরও দুজন তাদের দেখে ফেলায় তাদেরও অপহরণ করা হয়। তারেক সাঈদের নির্দেশে সাতজনকে হত্যা করা হয়। হত্যার পর মরদেহের পেটে ইট ঢুকিয়ে ও বেঁধে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এসব বক্তব্যের সঙ্গে মামলার অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণেরও সামঞ্জস্য রয়েছে।

## বছরব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা

গতকাল বুধবার সকালে দৈনিক সমকাল সভাকক্ষে 'পরিবার পরিকল্পনা সেবার সংকট : দুর্গম ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার নারীর জীবনে বহুমাত্রিক প্রভাব, সমস্যা উত্তরণে নীতিগত করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মেরি স্টোপস বাংলাদেশ ও সমকাল যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এম এ মুহিত বলেন, বিকল্প কোনো দিকনির্দেশনা ছাড়াই অন্তর্বর্তী সরকার সেক্টর প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেওয়ায় মাঠপর্যায়ের কর্মীদের বেতন এবং সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। মাঝে-মধ্যে ভুল নীতি দুর্নীতির চেয়েও ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পরই জরুরি ভিত্তিতে দরপত্র আহ্বান করেছি এবং ইতোমধ্যে সাতটি বিভাগের ডিপোতে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী পৌঁছে গেছে। আগামী ১৩ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিকভাবে বছরব্যাপী এই নিবিড় প্রচারণার উদ্বোধন করবেন। স্বাস্থ্যখাতের জনবল ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে তিনি বলেন, 'সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ১ লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এ ছাড়া বর্তমানে মাঠপর্যায়ে কর্মরত প্রায় ৪০ হাজার কর্মীকে নিয়ে একটি সমন্বিত কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা হবে। দুর্গম এলাকার নারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা তুলে ধরে আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এম এ মুহিত বলেন, 'হাওর, চর, পাহাড় ও উপকূলীয় অঞ্চলের চ্যালেঞ্জ ভিন্ন। বন্যার সময় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন দুর্গম এলাকার দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী নারীরা। শুধু জাতীয় গড় হিসাব দিয়ে এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সংকট বোঝা সম্ভব নয়। মানবিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে নীতি-নির্ধারকদের এসব মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।

বৈঠকে গবেষণার মূল বিষয়বস্তু ও ফলাফল উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আইনুন নাহার। আলোচক হিসেবে অংশ নেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. জিনাত আরা, মেরি স্টোপস বাংলাদেশের চেয়ারপারসন ডা. ইয়াসমিন আহমেদ, আইপাস'র কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. রুবাইয়াত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক মইনুল ইসলাম, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ হালিদা হানুম আখতার।

## সংকটে 'শেষ ভরসা'র

বাড়িয়ে তোলে।

**আইসিইউ ও নবজাতক চিকিৎসায় অনিশ্চয়তা :** হাসপাতালটির সবচেয়ে উদ্বেগজনক সংকট নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্র বা আইসিইউ। বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়ে এখানে আইসিইউ শয্যা রয়েছে প্রায় ১৫০টি। এর মধ্যে জেনারেল আইসিইউ ৩৮টি এবং নবজাতকদের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্র (এনআইসিইউ) শয্যা ৩২টি। পরিচালকের মতে, প্রতিদিনের রোগীর চাপ বিবেচনায় এমন একটি বড় চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানে অন্তত ৩০০ থেকে ৪০০টি আইসিইউ শয্যা থাকা প্রয়োজন। নবজাতকদের নিবিড় পরিচর্যার চিত্রটি আরও বেদনাদায়ক। প্রতিদিন ২৭ থেকে ৩০টি এনআইসিইউ শয্যার চাহিদা তৈরি হলেও নতুন করে খালি হয় মাত্র দুটি থেকে তিনটি শয্যা। ফলে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকা নবজাতককে কোলে নিয়ে অসহায় মা-বাবাকে দীর্ঘ ও অনিশ্চিত অপেক্ষায় প্রহর গুনতে হয়। অনেক সময় সন্তানের প্রাণ বাঁচাতে সাধ্যের বাইরে গিয়েও তাদের বেসরকারি হাসপাতালের শয্যার খোঁজে ছুটতে হয়।

**পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিলম্ব, অপ্রতুল জনবল ও অ্যাম্বুলেন্স :** অতিরিক্ত রোগীর চাপে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিবেদন পেতেও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রিএজেন্ট ও চিকিৎসা উপকরণের সরবরাহ সংকট। রোগীর তুলনায় জনবল সংকটও বড় বাধা। হাসপাতালের অনুমোদিত জনবল ১ হাজার ৮০০ থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার ৫০০ করা হলেও প্রতিদিনের বিশাল কর্মযজ্ঞ সামলাতে তা যথেষ্ট নয়। ফলে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর পড়ছে অমানসিক চাপ। একই অবস্থা রোগী পরিবহনেও। দেশের অন্যতম বৃহৎ এই হাসপাতালে সচল নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে মাত্র ছয়টি, যার মধ্যে একটি কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্স। চাহিদার তুলনায় এই সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। এর পাশাপাশি রয়েছে তীব্র চালক সংকট। ১২ থেকে ১৩ জন চালক দিয়ে তিন পালায় ২৪ ঘণ্টা সেবা চালাতে হচ্ছে। ফলে নতুন অ্যাম্বুলেন্স যুক্ত হলেও চালক না বাড়লে সেবা পরিচালনায় জটিলতা থেকেই যাবে।

**সংকট উত্তরণে যেসব উদ্যোগ :** হাসপাতালে শুধু রোগী নন, চরম দুর্ভোগ পোহান তাদের স্বজনরাও। প্রতি রাতে এক হাজারের বেশি স্বজনকে হাসপাতাল এলাকায় খোলা জায়গায় বা বারান্দায় রাত কাটাতে হয়। তাদের কষ্ট লাঘবে ৪০০ থেকে ৫০০ মানুষের ধারণক্ষমতার একটি দোতলা বিশ্রামাগার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান পরিচালক। চিকিৎসা সরঞ্জামের সক্ষমতা বাড়াতে সম্প্রতি অচল হয়ে পড়া একটি এমআরআই যন্ত্র মেরামত করা হয়েছে এবং নতুন আরেকটি এমআরআই যন্ত্র স্থাপনের কাজ চলছে। জরুরি বিভাগের রোগীদের দ্রুত সেবা দিতে জরুরি কমপ্লেক্সে নতুন প্যাথলজি বিভাগ চালুর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নতুন ১০টি অ্যাম্বুলেন্স চেয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে এবং নতুন কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। শয্যা সংকট নিরসনে নেওয়া হয়েছে বড় অবকাঠামো পরিকল্পনা। নতুন ডিএমসি-২ ভবনে এক হাজার শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে। রোগীর ক্রমবর্ধমান চাপ সামাল দিতে এর সঙ্গে নতুন তিনটি ব্লকে আরও ৩ হাজার শয্যা যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের আশা, এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে শয্যা ও নিবিড় পরিচর্যাসেবার সক্ষমতা বাড়বে এবং দেশের শেষ ভরসার এই হাসপাতালে রোগীদের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ অনেকটাই কমে আসবে।

## দেশজুড়ে সামান্য কমতে পারে

সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এদিন রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আগামী ২৭ নভেম্বর সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। আগামী ২৮ নভেম্বর সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে এবং রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আগামী ২৯ নভেম্বর সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। এছাড়া আগামী পাঁচদিন পর দেশের আবহাওয়া পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

## রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য

গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন হুমায়ুন কবির। দুই দেশের মধ্যে অমীমাংসিত চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকগুলো দ্রুত চূড়ান্ত করার আশাও প্রকাশ করেন তিনি। বৈঠকে দক্ষ জনশক্তি অভিবাসন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং শিক্ষা খাতে সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা হয়। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও দুই দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাডেমিক বিনিময় বাড়ানোর বিষয়টি উঠে আসে। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ঢাকায় রুশ দূতাবাসের ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রক্রিয়া আরও সহজ করার অনুরোধ জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। জবাবে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার খোজিন বলেন, বাংলাদেশ-রাশিয়ার বন্ধুত্বকে রাশিয়া গুরুত্ব দেয়। পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণে মস্কো আগ্রহী।

## গোপালগঞ্জের সহিংসতার ঘটনায়

কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল হাসানকে আটক করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। গোপালগঞ্জে সংঘটিত সহিংসতার ঘটনায় সম্পৃক্ততার অভিযোগে তাকে আটক করা হয়েছে। পুলিশের বিশ্বস্ত সূত্রের দাবি, গোপালগঞ্জে সংঘটিত সহিংসতায় জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এসআরবির ভৈরব কমান্ডার আবুল হাসানকে আটক করা হয়। আটকের আগে তাকে এসআরবি-১১ এবং ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর পুলিশের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নেওয়া হবে। শুধু এসআরবির সদস্যরাই নন, গোপালগঞ্জ ও আশপাশের এলাকার বাসিন্দা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ডও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এদিকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা ও নিরাপত্তা জোরদারে পুলিশের ১৭ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে ঢাকা রেঞ্জে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাদের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে অতিরিক্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় যৌথবাহিনীকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সম্ভাব্য সহিংসতা প্রতিরোধে মঙ্গলবার দেশের আট জেলায় মোট ১০১ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে। এর মধ্যে গোপালগঞ্জে মোতায়েন করা হয়েছে দুই ব্যাটালিয়ন বিজিবি সদস্য।

## মহাসড়কে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত

প্রকল্পটি বাতিল করে দেয়। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে পুনরায় পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার অনুযায়ী, গত ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকার গঠনের পর প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আবারও কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সওজ অধিদপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু এবং ২০৩২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, প্রকল্পটি সরকারি-বেসরকারি অর্থায়নে (পিপিপি) বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি জিটুজি ভিত্তিতে বিদেশি অর্থায়ন পাওয়ার চেষ্টাও করা হতে পারে। প্রস্তাবিত নকশায় নির্মাণের তিনটি বিকল্পের একটি রয়েছে পুরো এক্সপ্রেসওয়ে উড়ালপথে নির্মাণ করা। অন্য দুটি বিকল্পে উড়ালপথের পাশাপাশি মাটির ওপর দিয়ে মহাসড়ক নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। প্রস্তাবিত বিকল্পগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মহাসড়কের ৬৪ কিলোমিটার হবে উড়ালপথে। বাকি প্রায় ১৬৯ কিলোমিটার হবে ভূমিতে। বিকল্পটিতে নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৭১ হাজার ২১৩ কোটি টাকা। এর সঙ্গে ২০ বছরের পরিচালন ব্যয় মিলিয়ে ব্যয় দাঁড়াবে ১ লাখ ২৫ হাজার ৩৭৮ কোটি টাকা। ব্যয়ের খাতওয়ারি প্রস্তাবে ২৩২ দশমিক ৭৬ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণে ২৪ হাজার ৭০০ কোটি এবং বিভিন্ন উড়াল কাঠামো ও ভিত্তি নির্মাণে ৩৫ হাজার কোটি টাকা ধরা হয়েছে। ৩৫৮ দশমিক ৪০ একর জমি অধিগ্রহণে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৩ হাজার ৫৯১ কোটি টাকা। এছাড়া ১০৪টি টোল প্লাজা নির্মাণে ১২৬ কোটি, ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম (আইটিএস) স্থাপনে ১ হাজার কোটি এবং ইউটিলিটি স্থানান্তর ও পুনর্বাসনে আরো ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে।

## প্রকৌশল শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত

লক্ষ্যে কাজ করছি। সেখানে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হবে উৎকর্ষ কেন্দ্র এবং বিদেশি শিক্ষার্থীরাও পড়তে আসবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে হলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আইসিটি, বিগ ডাটা ও রোবটিক্সের মতো ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন ও গবেষণা অপরিহার্য উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন, দেশকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পথে এগিয়ে নিতে এমআইএসটি অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। সভায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল খোন্দকার মিসবাহ উল আজীম, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন এবং এমআইএসটি'র কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল মো. হাকিমুজ্জামানসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে শিক্ষামন্ত্রী এমআইএসটি'র স্পোর্টস কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন।

## গাজীপুরে অর্ধশতাধিক কারখানায়

তারা গ্রামের বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছেন। বুধবার (২৫ নভেম্বর) সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত শিল্পাঞ্চল ঘুরে এ চিত্র দেখা গেছে। তবে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শিল্পাঞ্চল এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। দুই দিনের ছুটি ঘোষণা করা কারখানাগুলো হলো- শ্রীপুর পৌরসভার বহেরারচালা এলাকার ভিনটেক্স ডেনিম লিমিটেড, টি-ডিজাইন নিটওয়্যার লিমিটেড, ডি-জাইটেক্স নিটওয়্যার লিমিটেড, মেঘনা নিট কম্পোজিট, মেঘনা গ্রুপের সাবলাইম গার্মেন্টস, এক্সিকিউটিভ গ্রিন টেক্স, এক্সিকিউটিভ হাই ফ্যাশন, স্ট্যান্ডার্ড গার্মেন্টস, সাসটেইনেবল ওয়েট প্রসেসিং, এম এন আর সোয়েটার, এম এন আর ফ্যাশন, ওয়েলডান সোয়েটার, টি এস ক্যাজুয়াল, ইউরো ফ্যাশন, প্যানডোরা সোয়েটার, ইউনিসেন্স গার্মেন্টস। এ ছাড়া তেলিহাটি ইউনিয়নের টেপিরবাড়ী গ্রামের কালার অ্যান্ড ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ডেনিম্যাক ডেনিম, কে এস এস নিটওয়্যার লিমিটেড, তাকওয়া ফ্যাশন লিমিটেড, লান্তাবুর গার্মেন্টস একদিনের জন্য ছুটি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এসরোটেক্স গার্মেন্টস, প্যাস্টেল অ্যাপারেলস, ইপিক গার্মেন্টস, নাসা হাইটেক এবং স্টাইল ফ্যাশন লিমিটেড অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে। সোমবার এবং মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ভাংনাহাটি এলাকার রাতুল অ্যাপারেলস লিমিটেড, কেওয়া নতুন বাজার এলাকার এমএইচসি অ্যাপারেলস লিমিটেড, গড়গড়ীয়া মাস্টারবাড়ি এলাকার ডেনিমেক, দক্ষিণ ভাংনাহাটি এলাকার এলাকার হ্যামস গার্মেন্টস, লাক্সমা ইনওয়্যার লিমিটেড, ভিক্টোরিয়া গার্মেন্টস, নোমান গ্রুপের নোমান হোম টেক্সটাইল লিমিটেড, বাঘেরমন্ডল ইন্টিমেন্টস পোশাক কারখানায় হামলা করে ভাঙচুর করা হয়। যেসব কারখানার ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি বহিরাগতরা ওসব কারখানার অফিস কক্ষ এবং মূল্যবান ফার্নিচার ভাঙচুর করেছে তারা। গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন বলেন, ?'শ্রীপুরের ১০-১৫টি কারখানা দুই দিনের জন্য ছুটি দিয়েছে। আজকের জন্য অর্ধশতাধিক কারখানা ছুটি ঘোষণা করেছে মালিকপক্ষ। এ ছাড়া শ্রমিক বেশে বহিরাগত দুর্বৃত্তরা শ্রমিকদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য কয়েকটিতে হামলা-ভাঙচুর করেছে।'

## ককটেল তৈরির সময় বিস্ফোরণে

পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ওয়াসিম ফিরোজ বলেন, বিনোদপুর ইউনিয়নে ককটেল তৈরির সময় বিস্ফোরণে টমাস নামে একজন নিহত হয়েছেন এবং তিনজন আহত হয়েছেন। আহতদের নাম ও ঠিকানা জানা যায় নি। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত আছে এবং বিস্তারিত তদন্ত চলমান রয়েছে।

## ছত্রাকে বাড়ছে প্রাণঘাতী

অংশের বিরুদ্ধে ওষুধটি কার্যকর হওয়ার মতো সংবেদনশীলতা দেখায়নি। অন্যদিকে ক্যান্ডিডা প্যারাপসিলোসিসের ক্ষেত্রে ফ্লুকোনাজোল প্রতিরোধের হার ছিল ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ক্যান্ডিডা অ্যালবিকানসের ক্ষেত্রে ৩১ দশমিক ৮ শতাংশ। গবেষকরা জানিয়েছেন, পরীক্ষায় মাইকাফানজিন সব শনাক্ত প্রজাতির বিরুদ্ধে কার্যকর ছিল। তবে ছত্রাকের প্রজাতি শনাক্ত করা এবং ওষুধের প্রতি সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করে চিকিৎসা নির্ধারণ করা জরুরি। ক্যান্ডিডা সিফেরির উপস্থিতি ও সংক্রমণের বিস্তার সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হতে জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

**পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগের :** ছত্রাক সংক্রমণের এই পরিস্থিতি কেন বড় জনস্বাস্থ্যঝুঁকি, তা ব্যাখ্যা করেছেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. সানজিদা খন্দকার সেতু। ২০২৪ সালে 'দ্য ল্যানসেট ইনফেকশাস ডিজিজেস'-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৬৫ লাখ মানুষ আক্রমণাত্মক ছত্রাকের সংক্রমণে আক্রান্ত হন। এসব সংক্রমণের সঙ্গে বছরে আনুমানিক ৩৮ লাখ মানুষের মৃত্যুর সম্পর্ক রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২৫ লাখ মানুষের মৃত্যু সরাসরি ছত্রাক সংক্রমণের কারণে ঘটে বলে গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে। গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, বছরে প্রায় ১৫ লাখ ৬৫ হাজার মানুষ রক্তে ক্যান্ডিডার সংক্রমণ বা আক্রমণাত্মক ক্যান্ডিডিয়াসিসে আক্রান্ত হন। এ ধরনের সংক্রমণে বছরে প্রায় ৯ লাখ ৯৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। এ সংক্রমণে মূলত ঝুঁকিতে থাকেন শারীরিকভাব

# সম্পাদকীয়

# বেপরোয়া কিশোর গ্যাং দমন করতে হবে

একটি কিশোরের হাতে থাকার কথা বই, খেলার সরঞ্জাম, স্বপ্ন আর ভবিষ্যৎ গড়ার প্রত্যয়। কিন্তু সেই হাতে যদি ধীরে ধীরে উঠে আসে অপরাধের সংস্কৃতি, তাহলে শুধু একটি পরিবার নয়, পুরো সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে কিশোর গ্যাংয়ের বিস্তার আমাদের সামনে নতুন এক সামাজিক সংকট হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। প্রকাশ্যে সংঘবদ্ধ অপরাধ, আধিপত্য বিস্তার, ভয়ভীতি প্রদর্শন, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মাদক পরিবহনসহ নানা অপরাধে কিশোরদের ব্যবহারের অভিযোগ উদ্বেগজনকভাবে সামনে আসছে। কিশোর গ্যাং কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি একটি সামাজিক ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। যেখানে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক মূল্যবোধ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার সমন্বিত ভূমিকা প্রয়োজন। এখনই কার্যকর উদ্যোগ না নিলে একটি প্রজন্মের সম্ভাবনাকে অপরাধের অন্ধকার থেকে ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। কিশোরেরা বয়সগতভাবে আবেগপ্রবণ। এই বয়সে স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, বন্ধুদের প্রভাব, দ্রুত পরিচিত হওয়ার চেষ্টা ও পরিবার থেকে পর্যাপ্ত মনোযোগের অভাব অনেক সময় তাদের ভুল সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অপরাধী চক্রগুলো এই দুর্বলতাকেই কাজে লাগায়। তারা কিশোরদের সামনে সহজ অর্থ, ক্ষমতার অনুভূতি ও সামাজিক পরিচিতির মিথ্যা আকর্ষণ তৈরি করে। একসময় সেই কিশোরেরা নিজেরাই বুঝতে পারে না কখন তারা অপরাধের জালে আটকে গেছে। বিশেষ করে মাদক কারবারে কিশোরদের ব্যবহার অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কারণ, অপরাধীরা অনেক সময় অপ্রাপ্তবয়স্কদের ব্যবহার করে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করিয়ে নেয়। এতে শুধু সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, একজন কিশোরের ভবিষ্যৎও ধ্বংস হয়। অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মতে, কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির পেছনে পারিবারিক নজরদারির অভাব, শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া, বেকারত্ব, সমাজে অপরাধের মাধ্যমে দ্রুত অর্থ উপার্জনের প্রবণতা এবং ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার বড় ভূমিকা রাখছে। এলাকাভিত্তিক প্রভাব বিস্তার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অস্ত্র ও ক্ষমতার মহড়া এবং সিনিয়র সন্ত্রাসী বা বড় ভাইদের নির্দেশে অপরাধজগতে প্রবেশ করা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজগামী কিংবা দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের প্রলুব্ধ করে এই ধরনের গ্যাংগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে মাঝে মাঝে কিছু তরুণ বা কিশোর ধরা পড়লেও অপরাধের মূল পরিকল্পনাকারী ও ইন্ধনদাতা গডফাদাররা বেশির ভাগ সময়ই অধরা থেকে যাচ্ছে। একটি কিশোর গ্যাং তৈরি হওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়ার চেয়ে আগে থেকেই প্রতিরোধ করা অনেক বেশি কার্যকর। আমাদের মনে রাখতে হবে, আজকের কিশোরেরাই আগামী দিনের নাগরিক, নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রের সম্পদ। তাদের হাতে অপরাধের অস্ত্র নয়, জ্ঞানের আলো তুলে দিতে হবে। তাদের সামনে অপরাধের রাস্তা নয়, সম্ভাবনার পথ খুলে দিতে হবে। কিশোর গ্যাংয়ের বিস্তার শুধু আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়; এটি আমাদের সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্ন।

যেখানে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক মূল্যবোধ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার সমন্বিত ভূমিকা প্রয়োজন। এখনই কার্যকর উদ্যোগ না নিলে একটি প্রজন্মের সম্ভাবনাকে অপরাধের অন্ধকার থেকে ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

# দক্ষিণ এশিয়ায় পানি নিয়ে বিরোধ ও নিষ্পত্তিতে করণীয়

২০১৯ সালে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের ৭৮ কোটি ৩০ লাখ মানুষ নিরাপদ পানি থেকে বঞ্চিত।

দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটা দেশ এত পানিসম্পদের মালিক হয়েও তীব্র পানি সংকটের মুখে আজ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে ভারতের ৩২টি শহরের মধ্যে ২২টি প্রতিদিন পানির ঘাটতির মুখোমুখি হয়। দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান রাজধানী শহরগুলোড়্ঢাকা, দিল্লি, ইসলামাবাদ, কাবুল ও কাঠমান্ডুড়ভূগর্ভস্থ পানি সংকটে ভুগছে, কারণ পানির স্তর উদ্বেগজনক হারে নেমে যাচ্ছে। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনেক স্থানীয় বাসিন্দা নগরীর প্রাচীন পাথরের জলাশয় থেকে পানীয় জল পাওয়ার জন্য কয়েক ঘণ্টার জন্য সারিবদ্ধ অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পাকিস্তানের করাচিতে বিদ্যুৎ ও পানি সংকট অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুকনো মৌসুমে ঢাকা শহরের পানি সংকট একটা সাধারণ ব্যাপার। ইসলামাবাদে ২০১২ সালে ভূ-উপরিস্থ পানির স্তর থেকে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ছিল ৫ ফুট, যা ২০১৬ সালে নেমে আসে ৩০ ফুটে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট দিল্লির ভূগর্ভস্থ পানির অত্যধিক আহরণ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং কর্তৃপক্ষকে এ অবস্থা নিরসনে কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনা করতে বলেছেন। অন্যদিকে কাবুলে অতিরিক্ত পাম্পিংয়ের ফলে হাজার হাজার নলকূপ শুকিয়ে গেছে এবং পানির স্তর প্রতি বছর ১ দশমিক ৫ মিটার নিচে নেমে যাচ্ছে। ঢাকা, দিল্লি, ইসলামাবাদ, কাবুল কিংবা কাঠমান্ডু, দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি রাজধানী শহরেই পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে এবং একই সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ বেড়েই চলছে।

ঢাকার অবস্থা দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। বাংলাদেশের রাজধানী এ শহরে জনসংখ্যা বেড়ে চলছে দ্রুত হারে এবং একই সঙ্গে বাড়ছে পানির চাহিদা। এ চাহিদা পূরণ করতে ভূগর্ভস্থ পানিকে ব্যবহার করা হচ্ছে যথেচ্ছভাবে। বর্তমানে ঢাকার ৭৮ শতাংশ পানি আহরণ করা হয় ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে। ঢাকার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর গড়ে মাঝে মাঝে এক মিটার বা কখনো ৩০-৪০ সেন্টিমিটার হারে ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। শহরটিতে অধিক জনসংখ্যার আবাসন চাহিদা মেটাতে নির্মাণ করা হচ্ছে বহুতল ভবন এবং টাওয়ার, আর সেগুলোয় ব্যবহার করা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্পগুলো ভূগর্ভস্থ পানি টেনে আনছে এবং পানির স্তরকে দ্রুত নিচে নামিয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে এ শহরের অগভীর নলকূপে (৫০-৭০ ফুট) কোনো পানি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই গভীর কূপ খনন করে পানি উত্তোলন করা হচ্ছে, যার গভীরতা ৬০০-৮০০ ফুট পর্যন্ত। একসময় ঢাকার পানির চাহিদার অনেকটা মেটানো হতো আশপাশের নদীর পানি পরিশোধন করে। এখন বুড়িগঙ্গা কিংবা শীতলক্ষ্যার পানি পরিশোধন অযোগ্য হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন শিল্প-কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্যে মারাত্মকভাবে দূষিত এসব নদীর পানি। ঢাকার সায়েদাবাদে অবস্থিত পানি পরিশোধনাগারটি এখন পানির উৎস সমস্যায় ভুগছে।

২০১৯ সালে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের ৭৮ কোটি ৩০ লাখ মানুষ নিরাপদ পানি থেকে বঞ্চিত। জলজ সম্পদের দুর্বল ব্যবস্থাপনা, খরা, অপরিমিত বৃষ্টিপাত এবং জলবায়ুর পরিবর্তন পানি সমস্যাকে আরো প্রকট করে তুলছে। অন্যদিকে ইউনিসেফের এক জরিপ বলছে, পাকিস্তানে ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষ সুপেয় পানির অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি ৬০ লাখ মানুষ পানি সংকটের মধ্যে জীবনযাপন করে।

মূলত এশিয়ার দেশগুলোয় পানির সমস্যা প্রকট। এশিয়া মহাদেশে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের বাস, অথচ বছরে জনপ্রতি মিঠাপানির প্রাপ্যতা (৩ হাজার ৯২০ ঘনমিটার) অ্যান্টার্কটিকা বাদে বিশ্বের যেকোনো মহাদেশের তুলনায় কম। আমরা যদি পরিসংখ্যান দেখি তাহলে দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় বিশ্বের প্রায় ২১ শতাংশ লোক বাস করে। এদের মাত্র পৃথিবীর ৮ শতাংশের ব্যবহারযোগ্য পানি ব্যবহারের সুযোগ আছে। ধারণা করা হয়, ১৯৫০ সাল থেকে পানির মাথাপিছু প্রাপ্যতা দিনদিন কমে ৮০ থেকে ৮ শতাংশে এসে পৌঁছেছে।

একদিকে যেমন পানির চাহিদা বাড়ছে, ঠিক তেমনি কমে যাচ্ছে ব্যবহারোপযোগী পানির উৎস। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে পানি ব্যবহারে অব্যবস্থাপনা এবং নদীগুলোতে বাঁধ দিয়ে পানির গতিপথ রোধ। এ কারণে কোথাও কোথাও শুকিয়ে যাচ্ছে অনেক নদী, হারাচ্ছে তার ধারা। মূলত, ভূ-উপরিভাগের পানি দ্বারা পরিচালিত হয় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর। নদী-নালা, খাল-বিলে পর্যাপ্ত পানি না থাকলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নামতে থাকে। যখন নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি ওঠানোর মাত্রা বেড়ে যায় তখন এ স্তর আরো দ্রুত নিচে নামতে থাকে। দক্ষিণ এশিয়ার নদীগুলো দিন দিন যে হারে শুকিয়ে যাচ্ছে তাতে করে ভূ-উপরিস্থর সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানির সমস্যা আরো প্রকট হচ্ছে। চীন, ভারত কিংবা পাকিস্তানে যেমন প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে পানি নিয়ে বিরোধ বিদ্যমান, তেমনি রয়েছে আন্তঃপ্রদেশ বিরোধ। নদীর পানির হিস্যা নিয়ে পাকিস্তান-ভারত, বাংলাদেশ-ভারত, চীন-ভারত দ্বন্দ্ব প্রায়ই চরম উৎকণ্ঠার জন্ম দিচ্ছে।

গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের মতো আন্তঃসীমান্ত নদীগুলো বহু শতাব্দী ধরে দক্ষিণ এশিয়ার ভূগোল, ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করে আসছে এবং এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, খাদ্য ও জ্বালানি-সুরক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কিন্তু নদীগুলোর পানির প্রাপ্যতা নিয়ে কোন্দল লেগেই আছে। ভারতের দিল্লি, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের অধিবাসীরা সুতলেজ ও যমুনা নদী এবং তার শাখা-প্রশাখার পানির ওপর নির্ভরশীল। পানির ভাগাভাগি নিয়ে এসব রাজ্যের মধ্যে লেগে আছে বিরোধ। সবাই চায় পানিকে নিজের কবলে রাখতে এবং এটি করতে গিয়ে নদীর গতি বিঘ্নিত হচ্ছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হারিয়ে যাচ্ছে শাখা নদীগুলো। পানি নিয়ে বিরোধ চলছে ভারতের মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের মধ্যে এবং এর সঙ্গে যোগ হয়েছে উত্তর প্রদেশের বেত্রা নদীর রাজঘাটে বাঁধ নির্মাণ বিতর্ক। ভারতের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর মধ্যেও চলছে পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি ও বিরোধ। পাকিস্তানের কালাবাগ বাঁধ যা পাঞ্জাবের জন্য কল্যাণকর হতে পারে, কিন্তু খাইবার পাখতুনখোয়া এবং সিন্ধু প্রদেশ মনে করে এ বাঁধ তাদের পানির অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। দক্ষিণ এশিয়ার দুটি বড় দেশ ভারত ও পাকিস্তান যখন পানি নিয়ে নিজ দেশের মধ্যেই এত বিরোধে জর্জড়িত সেখানে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে জমে থাকা বিরোধ মেটানো অনেক কঠিন বলে মনে হয়।

বাংলাদেশের সঙ্গে পানির হিস্যা নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মনোমালিন্য প্রকট আকার ধারণ করে যখন ভারত ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে গঙ্গার পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহার শুরু করে। বাংলাদেশের জনগণ প্রতিবেশী দেশের এমন আচরণে হতাশ হয়, বাড়ে অবিশ্বাস এবং এর প্রতিবাদে তখন ফারাক্কা অভিমুখে লংমার্চ আয়োজিত হয়। বর্তমানে তিস্তা চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে বারবার পদক্ষেপের কথা এলেও বিষয়টিতে ভারতের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে বলে মনে করে বাংলাদেশের জনগণ। উজানে অবস্থিত আফগানিস্তান ও নেপাল ভাটিতে ক্ষমতাধর দেশগুলোকে জলাধারের জন্য অবকাঠামো নির্মাণে অন্তরায় বলে মনে করে। পানি বিরোধে জড়ানো দেশগুলোর জনগণও একে অন্যের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তেমনটাই দেখা যায় পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে। আফগানিস্তানের জনগণ মনে করে তাদের দেশে 'পানিযুদ্ধ' চলমান, অন্যদিকে পাকিস্তানের জনগণ চায় আফগানিস্তানের সঙ্গে পানি সমস্যার এখনই একটা সুরাহা।

এভাবে পানি নিয়ে শুধু কাড়াকাড়ি চলতে থাকলে এবং সমস্যা সমাধানে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে সংকট আরো বাড়বে এবং দিন দিন হারিয়ে যাবে পানির উৎসগুলো। তাহলে করণীয় কী? যেহেতু পানির সমস্যাটা অন্তঃ ও আন্তঃরাষ্ট্রীয়, তাই সমাধান খুঁজতে হবে ভেতর এবং বাহির দুদিক থেকেই। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোকে সমাধান কিংবা প্রতিরোধমূলক কূটনীতি জোরদার করতে হবে। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে জলাধার সৃষ্টির মাধ্যমে পানি সংরক্ষণে সহায়তা করতে পারে। অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম রাষ্ট্র যদি সংক্ষুব্ধ রাষ্ট্রকে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় অবকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করে, সেক্ষেত্রে যেমন পানির টেকসই ব্যবহার সম্ভব তেমনি সংঘাত কিংবা সহিংসতাও কমে যায়।

পাশাপাশি পানিকে রাষ্ট্রের সুরক্ষা নীতি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলেও অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন। সেক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার সঙ্গে জড়িত সংস্থাগুলো জলাধার নির্মাণ ও সংরক্ষণে যেমন কাজ করতে পারে, তেমনি পানি নিয়ে সংঘাত বন্ধেও ভূমিকা রাখতে পারে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পানি নিয়ে আন্তঃসীমান্ত বিরোধ মেটানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান সংস্থা বা জোট কাজ করতে পারে। অন্যদিকে পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা হতে পারে সংকট সমাধানের আরেকটি কার্যকর পদক্ষেপ। পানি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, অবকাঠামো তৈরি এবং এ-সম্পর্কিত গবেষণায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে, যাতে সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সবার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পানির অপচয় রোধ এবং এর উৎসগুলোকে সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া পানির যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক পরিসরে যথাযথ নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন এবং এজন্য দরকার সংলাপ আয়োজন।

২০১২ সাল-পরবর্তী অত্যাসন্ন পানি সমস্যার প্রেক্ষাপটে যে জলবায়ু চুক্তি হয়, তা বাস্তবায়নের মাধ্যমেও পানি সংকটের কিছুটা সুরাহা সম্ভব। বিশ্ব উষ্ণায়নের নির্দোষ শিকার দক্ষিণ এশিয়া। বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বাড়ার কারণেও দিন দিন বাড়ছে পানি সংকট। চুক্তি অনুযায়ী দেশগুলো যদি গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করা শুরু করে তাহলে পানিকে ঘিরে চলমান ও আসন্ন বিপদ থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যেতে পারে। সমস্যা সমাধানের প্রেসক্রিপশন অনেকভাবেই হতে পারে, তবে সবচেয়ে বেশি দরকার সরকার ও জনগণের সদিচ্ছা। উজানে পানির উৎসে বসে থাকা রাষ্ট্রের তৃষ্ণির ঢেঁকুর তোলার কোনো সুযোগ নেই যে সে খুব নিরাপদে আছে। পানির অভাবে পরিবেশ-প্রতিবেশে সাধিত ক্ষতির প্রভাব কোনো নির্দিষ্ট দেশ কিংবা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটি ছড়িয়ে পড়বে উজান ও ভাটির সর্বত্র।

# কিছু দেখা, কিছু ভাবনা এবং কিছু প্রশ্ন

একটি জাতির পরিচয় কেবল তার ভূখণ্ড, জনসংখ্যা, ভাষা, ইতিহাস কিংবা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি জাতিকে প্রকৃত অর্থে বুঝতে হলে এর মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন, আচার-আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক মূল্যবোধ, চিন্তাভাবনা এবং অন্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করতে হয়। কিছু ছোট ছোট আচরণ জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়ড় যেগুলো আমরা সচরাচর আলাদা করে গুরুত্ব দিয়ে দেখি না। এ লেখায় তেমনই দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের জাতীয় চরিত্র, সংস্কৃতি, সামাজিক আচরণ, অর্থনৈতিক দক্ষতা এবং উন্নত সমাজের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যগুলো তুলে ধরার একটি চিন্তামূলক প্রয়াস বিবৃত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও সামাজিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। উন্নত অবকাঠামো, প্রযুক্তি, কার্যকর সরকারি প্রতিষ্ঠান ও শক্তিশালী বাজারব্যবস্থা একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এসবের পাশাপাশি মানুষের আচরণ, পারস্পরিক বিশ্বাস, সময়ের মূল্যায়ন, দায়িত্ববোধ এবং সামাজিক শৃঙ্খলাও সমান গুরুত্ব বহন করে। একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির নেপথ্যে এমন কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য কাজ করে, যেগুলো সরাসরি অর্থনৈতিক সূচকে দৃশ্যমান না হলেও উৎপাদনশীলতা ও জাতীয় কল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। শুধু সময়ানুবর্তীটাকে বিবেচনায় নিয়ে আলোকপাত করতে চাই। কোনও সভা নির্ধারিত সময়ে শুরু না হওয়া, অফিসে বিলম্বে উপস্থিত হওয়া, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না করা কিংবা ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময়কে গুরুত্ব না দেওয়ার মতো বিষয়গুলো আমাদের কাছে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। অনেকসময় আমরা মনে করি, কয়েক মিনিট দেরি হলে আর কী হবে! কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানের শতাধিক কর্মী যদি প্রতিদিন গড়ে দশ মিনিট করে সময় দেরি/নষ্ট করেন, তাহলে সম্মিলিতভাবে কত কর্মঘণ্টা অপচয় হচ্ছেড় তা সহজেই অনুমান করা যায়। সময়ের অপচয় শুধু ব্যক্তিগত উৎপাদনশীলতা কমায় না; এটি অন্যের সময়ও নষ্ট করে। সরকারি অফিসে একটি সেবা পেতে অপ্রয়োজনীয় অপেক্ষা করতে হলে নাগরিকের পাশাপাশি অর্থনীতিরও ক্ষতি হয়। একটা কষ্টের অনুভূতি দিয়ে শুরু করি। আমাদের জাতীয় কোনও পোশাক নাই। জীবন হয়তো এজন্য থেমে নাই; কিন্তু জাতীয় পোশাক থাকলে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান কিংবা আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারত। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভুটানের মহিলারা 'গো' এবং পুরুষরা 'কিরা' পড়ে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও আনুষ্ঠানিক আয়োজনে তাদের পোশাক দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। আমাদের ক্ষেত্রেও এমন একটি স্বতন্ত্র পোশাক থাকলে বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যেত। কোনও সরকারই এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এর নেপথ্যে বিভিন্ন অনুভূতি, রাজনৈতিক বিবেচনায় ভোটার হারানোর শঙ্কা, ইত্যাদি কাজ করে থাকতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতীক রয়েছেড় যা গ্রুপে ছবি তুলতে গেলে ব্যবহার করা হয়। যেমন, কোরিয়ান হার্ট, ইন্দোনেশিয়ান ফিঙ্গার, ইত্যাদি। এসব ছোট ছোট সাংস্কৃতিক প্রকাশভঙ্গি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি দেশের পরিচিতিকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। জাতীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে আমাদের আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। দীর্ঘসময় ধরে কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি হিসেবে অনানুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেও সরকারি গেজেট হয়েছে গত ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে। প্রজ্ঞাপনে তাকে ১৯৭২ সালের ৪ মে থেকে বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ, কোনও বিষয় দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত থাকলেও সেটিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে আমাদের অনেক সময় লেগে যায়। ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণে পৃথিবীর দেশগুলো আচার-আচরণের বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। যেমন- ইংরেজি ভাষাভাষীরা 'ঃযধহশ,ড়ঁ' বলার বিপরীতে 'ড়ঁ ধৎব বিষপড়সব' বা 'হড় ড়িৎৎরবং/ঢ়ৎড়নষবস' বলে থাকেন। বাংলা ভাষায়,ড়ঁ ধৎব বিষপড়সব এর সমার্থক কিছু নাই। বস্তুত, আমাদের সংস্কৃতিতে যথেষ্ট ঃযধহশ,ড়ঁ বলারও অভ্যাস নাই। উদাহরণ দেই। ইউরোপসহ অনেক অঞ্চলে বাসে ভ্রমণ করে নেমে যাওয়ার সময় প্রায়(!) সবাই বাস ড্রাইভারকে ঃযধহশ,ড়ঁ বলে থাকেন। আমাদের দেশে অনুপস্থিত। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ড্রাইভারকে ভ্রমণের জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে টাকা দিয়েছি, আবার ধন্যবাদ কেন? এটাই সাংস্কৃতিক পার্থক্য। তবে এতে ভালো-খারাপ বিচার করার অবকাশ নাই। কারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধরন সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন হতেই পারে। আমাদের সমাজে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলেও তা সরাসরি ভাষায় প্রকাশ পায় না। তবুও দৈনন্দিন জীবনে ধন্যবাদ, দুঃখিত, অনুগ্রহ করে কিংবা অনুমতি নেওয়ার মতো সাধারণ সৌজন্যবোধের চর্চা বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ এসব আচরণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরি করে। হয়তো পৃথিবীর অনেক দেশের মতো সামান্য বা অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য সরি ঠিকই বলি, তবে জেনেশুনে ক্ষতি করলে তার আর প্রয়োজন বোধ করি না। উন্নত দেশের সব আচরণই যে ভালো, কিংবা আমাদের সব আচরণই যে খারাপ, এমন সরল সিদ্ধান্তে যাওয়া উচিত নয়। বরং কোন আচরণ জাতীয় উৎপাদনশীলতা, সামাজিক আস্থা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামষ্টিক কল্যাণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে, সেটিই হওয়া উচিত আলোচনার মূল ভিত্তি। এ বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

শুধু সময়ানুবর্তীটাকে বিবেচনায় নিয়ে আলোকপাত করতে চাই। কোনও সভা নির্ধারিত সময়ে শুরু না হওয়া, অফিসে বিলম্বে উপস্থিত হওয়া, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না করা কিংবা ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময়কে গুরুত্ব না দেওয়ার মতো বিষয়গুলো আমাদের কাছে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। অনেকসময় আমরা মনে করি, কয়েক মিনিট দেরি হলে আর কী হবে! কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানের শতাধিক কর্মী যদি প্রতিদিন গড়ে দশ মিনিট করে সময় দেরি/নষ্ট করেন, তাহলে সম্মিলিতভাবে কত কর্মঘণ্টা অপচয় হচ্ছেড় তা সহজেই অনুমান করা যায়। সময়ের অপচয় শুধু ব্যক্তিগত উৎপাদনশীলতা কমায় না; এটি অন্যের সময়ও নষ্ট করে। সরকারি অফিসে একটি সেবা পেতে অপ্রয়োজনীয় অপেক্ষা করতে হলে নাগরিকের পাশাপাশি অর্থনীতিরও ক্ষতি হয়। একটা কষ্টের অনুভূতি দিয়ে শুরু করি। আমাদের জাতীয় কোনও পোশাক নাই। জীবন হয়তো এজন্য থেমে নাই; কিন্তু জাতীয় পোশাক থাকলে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান কিংবা আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারত। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভুটানের মহিলারা 'গো' এবং পুরুষরা 'কিরা' পড়ে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও আনুষ্ঠানিক আয়োজনে তাদের পোশাক দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। আমাদের ক্ষেত্রেও এমন একটি স্বতন্ত্র পোশাক থাকলে বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যেত। কোনও সরকারই এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এর নেপথ্যে বিভিন্ন অনুভূতি, রাজনৈতিক বিবেচনায় ভোটার হারানোর শঙ্কা, ইত্যাদি কাজ করে থাকতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতীক রয়েছেড় যা গ্রুপে ছবি তুলতে গেলে ব্যবহার করা হয়। যেমন, কোরিয়ান হার্ট, ইন্দোনেশিয়ান ফিঙ্গার, ইত্যাদি। এসব ছোট ছোট সাংস্কৃতিক প্রকাশভঙ্গি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি দেশের পরিচিতিকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। কোনও সভা নির্ধারিত সময়ে শুরু না হওয়া, অফিসে বিলম্বে উপস্থিত হওয়া, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না করা কিংবা ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময়কে গুরুত্ব না দেওয়ার মতো বিষয়গুলো আমাদের কাছে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। অনেকসময় আমরা মনে করি, কয়েক মিনিট দেরি হলে আর কী হবে! কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানের শতাধিক কর্মী যদি প্রতিদিন গড়ে দশ মিনিট করে সময় দেরি/নষ্ট করেন, তাহলে সম্মিলিতভাবে কত কর্মঘণ্টা অপচয় হচ্ছেড় তা সহজেই অনুমান করা যায়। সময়ের অপচয় শুধু ব্যক্তিগত উৎপাদনশীলতা কমায় না; এটি অন্যের সময়ও নষ্ট করে। সরকারি অফিসে একটি সেবা পেতে অপ্রয়োজনীয় অপেক্ষা করতে হলে নাগরিকের পাশাপাশি অর্থনীতিরও ক্ষতি হয়। একটা কষ্টের অনুভূতি দিয়ে শুরু করি। আমাদের জাতীয় কোনও পোশাক নাই। জীবন হয়তো এজন্য থেমে নাই; কিন্তু জাতীয় পোশাক থাকলে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান কিংবা আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারত। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভুটানের মহিলারা 'গো' এবং পুরুষরা 'কিরা' পড়ে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও আনুষ্ঠানিক আয়োজনে তাদের পোশাক দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি অংশ হিসেবে বিবে



## বিশ্ববাজারে টানা তিন সপ্তাহ কমল জ্বালানি তেলের দাম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :

ইরানকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সংঘাতে এবং উপসাগরীয় অঞ্চল ও হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার পরও বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়েনি; বরং টানা তিন সপ্তাহ ধরে অপরিশোধিত তেলের দরপতন অব্যাহত রয়েছে। বৈশ্বিক শেয়ারবাজারে ব্যাপক দরপতন ও বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগের কারণে জ্বালানির চাহিদা কমার আশঙ্কা থেকেই বাজারে এই নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল সোমবার এশিয়ার বাজারে লেনদেনের শুরুতে এবং দিনের পরবর্তী সময়ে তেলের দামে দরপতন দেখা যায়। বাংলাদেশ সময় দুপুর ১টা ৩৮ মিনিটে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ৪৭ সেন্ট বা শূন্য দশমিক ৫১ শতাংশ কমে ৯২ দশমিক ১০ ডলারে নেমে আসে। এর আগে সকালের দিকে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ২৮ সেন্ট বা শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ কমে ব্যারেলপ্রতি ৯২ দশমিক ২৯ ডলারে লেনদেন হয়েছিল। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেলের দামও নিম্নমুখী ছিল। শুরুতে ১৫ সেন্ট বা শূন্য দশমিক ১৮ শতাংশ কমে ব্যারেলপ্রতি ৮৩ দশমিক ৬ ডলারে নামলেও পরবর্তীতে তা ৪৩ সেন্ট বা শূন্য দশমিক ৫২ শতাংশ কমে ৮২ দশমিক ৯৮ ডলারে দাঁড়ায়। এর আগে দিনের লেনদেনে ব্রেন্টের দাম সর্বোচ্চ ৯৩ দশমিক ১২ ডলার এবং ডব্লিউটিআইয়ের দাম ৮৩ দশমিক ৯৫ ডলারে উঠেছিল। গত সপ্তাহেও ব্রেন্টের দাম ৪ শতাংশ এবং ডব্লিউটিআইয়ের দাম ৫ শতাংশ কমেছিল।

দরপতনের নেপথ্যে কারণ

বিশ্লেষকরা বলছেন, এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে ব্যাপক দরপতন এবং পণ্যবাজারে শেয়ার বিক্রির চাপ তেলের দামে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে বিনিয়োগের সুফল নিয়ে উদ্বেগের কারণে আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তার জেরে গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের নাসডাক সূচক ১০ শতাংশ পড়ে যায়। বৈশ্বিক অর্থনীতির এই দুর্বল পূর্বাভাস জ্বালানি তেলের চাহিদা কমিয়ে দিতে পারে- বিনিয়োগকারীদের এমন আশঙ্কা থেকেই তেলের দাম কমছে।

বড় পতন ঠেকিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের হামলা

বৈশ্বিক আর্থিক বাজারের চাপ সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যে জ্বালানি অবকাঠামো ও নৌপথে হামলার ঘটনা তেলের দামের বড় ধরনের পতন ঠেকিয়ে রেখেছে। রবিবার (২২ নভেম্বর) ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবের একটি তেল শোধনাগারে হামলার দাবি করে। এছাড়া সপ্তাহান্তে উপসাগরীয় অঞ্চল ও হরমুজ প্রণালির কাছে কয়েকটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার খবর পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্টদের আশঙ্কা, গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথে জাহাজ চলাচল ও আঞ্চলিক তেল সরবরাহ ব্যাহত হলে বিশ্ববাজারে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। তেলবাজার বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা এবং পাল্টাপাল্টি হুমকি অব্যাহত থাকলে তেলের বাজারে ভূরাজনৈতিক ঝুঁকির প্রভাবও বজায় থাকবে।

৮ চুক্তি সই

# নেপালকে ২০ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্যাকেজ দিচ্ছে ভারত

পাশাপাশি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ও জ্বালানি প্রকল্প উদ্বোধন এবং নতুন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন দুই প্রধানমন্ত্রী। গতকাল সোমবার নয়াদিল্লিতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন নরেন্দ্র মোদী।



আন্তর্জাতিক ডেস্ক :

নেপালের উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে প্রায় ১৫ হাজার কোটি রুপির (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা) উন্নয়ন সহযোগিতা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে ভারত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। তাছাড়া বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে আটটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ও জ্বালানি প্রকল্প উদ্বোধন এবং নতুন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন দুই প্রধানমন্ত্রী। গতকাল সোমবার নয়াদিল্লিতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন নরেন্দ্র মোদী। নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই শাহের প্রথম দ্বিপক্ষীয় ভারত সফর। বৈঠক শেষে যৌথ বক্তব্যে মোদী বলেন, নেপালের জনগণ এ বছর বালেন্দ্র শাহকে যে ঐতিহাসিক জনসমর্থন দিয়েছেন, তা দেশটির নতুন প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন। ৩৫ বছর বয়সী শাহের উন্নয়ন ভাবনারও প্রশংসা করেন তিনি। মোদি বলেন, নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহকে ভারতে তার প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফরে স্বাগত জানাতে পেরে আমি আনন্দিত। কয়েক মাস আগে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতিসংঘে তার বক্তব্যে আমড়া তার দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদর্শিতার স্পষ্ট পরিচয় পেয়েছিলাম। গত কয়েক ঘণ্টার আলোচনায় নেপালের ভবিষ্যৎ ও ভারত-নেপাল সম্পর্ক নিয়ে তার সুস্পষ্ট ভাবনা এবং অঙ্গীকার অনুভব করেছি।

ভারত-নেপাল সম্পর্ককে আস্থার বন্ধন বললেন মোদী

ভারত ও নেপাল শুধু প্রতিবেশী নয়, দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে বলে মন্তব্য করেন মোদী। তিনি বলেন, দুই দেশের আকাঙ্ক্ষা ও চ্যালেঞ্জ একই রকম। কঠিন সময়ে তারা একে অপরের পাশে দাঁড়ায়। নেপালে বন্যায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে মোদী বলেন, আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও চ্যালেঞ্জ একই রকম এবং কঠিন সময়ে আমড়া একে অপরের পাশে থাকি। নেপালে বন্যায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের জন্য আমড়া গভীর সমবেদনা জানাই। নেপালের পুনর্গঠন ও উন্নয়নে সহযোগিতার অংশ হিসেবে ২৪ হাজার কোটি নেপালি রুপির উন্নয়ন প্যাকেজ ঘোষণা করেন তিনি। মোদী আরও বলেন, ভারত বহু বছর ধরে নেপালকে নির্ভরযোগ্যভাবে জ্বালানি তেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করে আসছে। ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ বছর তেল সরবরাহ নিয়ে গুরুতর চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও নেপালে জ্বালানি, সার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

আতিথেয়তার প্রশংসা, মোদীকে নেপাল সফরের আমন্ত্রণ

দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য দেশটির সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ। পাশাপাশি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নেপাল সফরের আমন্ত্রণ জানান তিনি। ভারত ও নেপালের গভীর সম্পর্কের কথা তুলে ধরে শাহ বলেন, দুই দেশের বন্ধন এতটাই আন্তরিক ও গভীর যে তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। কঠিন সময় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ভারত যেভাবে সহযোগিতা করেছে, তারও প্রশংসা করেন তিনি।

শাহ বলেন, নেপাল ও ভারতের সম্পর্ক হিমালয়ের মতো দৃঢ় এবং সমুদ্রের মতো বিস্তৃত। আমাদের ঘনিষ্ঠতা এত গভীর যে শুধু কথায় তা প্রকাশ করা কঠিন। নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত প্রতিবেশী হিসেবে ভারত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কঠিন সময়ে সবসময় প্রথম সাড়া প্রদানকারী হিসেবে পাশে দাঁড়িয়েছে। এজন্য ভারতের সরকার ও জনগণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

**আটটি সমঝোতা স্মারক সই :** দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর ভারত ও নেপালের মধ্যে আটটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এসব চুক্তির আওতায় সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, মহাকাশ গবেষণা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, নগর উন্নয়ন, আয়ুর্বেদ এবং ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো হবে। এছাড়া দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ও জ্বালানি প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

## প্রতিদিন যৌন সংক্রমণে আক্রান্ত হচ্ছে ১৫-৪৯ বছর বয়সী লাখো মানুষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :

বিশ্বে প্রতিদিন ১০ লাখের বেশি মানুষ নিরাময়যোগ্য যৌনবাহিত সংক্রমণে আক্রান্ত হচ্ছেন। আক্রান্তদের অধিকাংশের শরীরে কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। ফলে অনেকেই সংক্রমণের বিষয়টি বুঝতে পারেন না। অথচ চিকিৎসা না করালে এসব সংক্রমণ থেকে বন্ধ্যত্ব, ক্যানসার ও গর্ভাবস্থায় জটিলতার মতো গুরুতর স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) ১৯ নভেম্বর প্রকাশিত এক তথ্যে এ চিত্র উঠে এসেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রতিদিন বিশ্বজুড়ে ১০ লাখের বেশি নতুন নিরাময়যোগ্য যৌনবাহিত সংক্রমণের ঘটনা ঘটছে। এসব সংক্রমণের মধ্যে রয়েছে ক্ল্যামাইডিয়া, গনোরিয়া, সিফিলিস ও ট্রাইকোমোনিয়াসিস। ডব্লিউএইচওর হিসাবে, ২০২০ সালে বিশ্বে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সীদের মধ্যে এই চার ধরনের সংক্রমণে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৭ কোটি ৪০ লাখ। এর মধ্যে ট্রাইকোমোনিয়াসিসে ১৫ কোটি ৬০ লাখ, ক্ল্যামাইডিয়ায় ১২ কোটি ৯০ লাখ, গনোরিয়ায় ৮ কোটি ২০ লাখ এবং সিফিলিসে ৭১ লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন।

> ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রতিদিন বিশ্বজুড়ে ১০ লাখের বেশি নতুন নিরাময়যোগ্য যৌনবাহিত সংক্রমণের ঘটনা ঘটছে।

সিফিলিসের সংক্রমণ পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক। ডব্লিউএইচওর হিসাবে, ২০২২ সালে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী প্রায় ৮০ লাখ মানুষ নতুন করে সিফিলিসে আক্রান্ত হন। একই বছর বিশ্বে প্রায় ১১ লাখ গর্ভবতী নারী এই সংক্রমণে আক্রান্ত ছিলেন। এর ফলে ৩ লাখ ৯০ হাজারের বেশি ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব পড়ে। যৌনবাহিত সংক্রমণের কারণ ৩০টির বেশি ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও পরজীবী। সাধারণত যোনিপথ, পায়ুপথ ও মুখের মাধ্যমে যৌন সম্পর্কের সময় এসব জীবাণু ছড়াতে পারে। কিছু সংক্রমণ গর্ভাবস্থা, প্রসব বা বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় মা থেকে শিশুর শরীরেও ছড়াতে পারে। অনিরাপদ রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমেও কিছু সংক্রমণ ছড়ানোর ঝুঁকি রয়েছে। এসব সংক্রমণের সাধারণ লক্ষণের মধ্যে রয়েছে যৌনাঙ্গ থেকে অস্বাভাবিক স্রাব, প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া, যৌনাঙ্গে ঘা বা ক্ষত এবং তলপেটে ব্যথা।



গত রোববার রাতে রুশ ড্রোন হামলায় অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে, রাশিয়ার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে তেল অবকাঠামোসহ বিভিন্ন স্থানে পাল্টা ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন।

পাল্টাপাল্টি হামলা

## ইউক্রেনে নিহত ১১, রাশিয়ায় তেল অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :**

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের একটি আবাসিক ভবনে গত রোববার রাতে রুশ ড্রোন হামলায় অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে, রাশিয়ার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে তেল অবকাঠামোসহ বিভিন্ন স্থানে পাল্টা ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় জরুরি সেবা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, কিয়েভে বিধ্বস্ত আবাসিক ভবনটির ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে রাতভর চলা অভিযানে উদ্ধারকর্মীরা ১১ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছেন। সংস্থাটি জানায়, উদ্ধারকর্মীরা সারা রাত তল্লাশি চালিয়ে গেছেন। তবে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিমান হামলার সতর্কবার্তা চলাকালীন উদ্ধারকাজ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল। এদিকে রাশিয়ার রোস্তভ অঞ্চলের গভর্নর ইউরি স্লিউসার জানিয়েছেন, কামেনস্ক-শাখতিনস্কি শহর এবং ওই অঞ্চলের আটটির জেলার আকাশে রাতভর ৮০টিরও বেশি ইউক্রেনীয় ড্রোন ভূপাতিত বা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। স্লিউসার আরও জানান, ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়ে ক্রাসনোসুলিনস্কি জেলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, জরুরি সেবা বিভাগের কর্মীরা সেখানে কাজ করছেন। তবে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আর কিছু জানাননি। নভোশাখতিনস্কের বাসিন্দারা রাতভর বিস্ফোরণ ও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কথা জানিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি, দক্ষিণ রাশিয়ার অন্যতম প্রধান তেল শোধনাগার 'নভোশাখতিনস্ক অয়েল প্রোডাক্টস প্ল্যান্ট'-এ এই হামলা চালানো হয়েছে।

# ফিচার



## মাথার শুষ্ক ত্বকে আর্দ্রতা ধরে রাখার জাদুকরী উপায়

হালকা শীতে গরম পানিতে গোসল করতে কার না ভালো লাগে! আবার পরিপাটি থাকতে অনেকেই নিয়মিত হেয়ার স্টাইলিং টুলস ব্যবহার করেন। কিন্তু হঠাৎ যদি খেয়াল করেন মাথার ত্বক অতিরিক্ত টানটান লাগছে, চুলকাচ্ছে এবং সাদা খুশকি ঝরছে– তখন বুঝতে হবে স্ক্যাল্পে আর্দ্রতার ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

অতিরিক্ত গরম পানি, আবহাওয়া, কড়া রাসায়নিক বা বয়সের কারণে মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর চুলের প্রধান শর্তই হলো সুস্থ স্ক্যাল্প। তাই মুখের মতো মাথার ত্বকেরও প্রয়োজন বাড়তি যত্ন। দৈনন্দিন রুটিনে সামান্য কিছু পরিবর্তন এনেই স্ক্যাল্প সতেজ ও আর্দ্র রাখা সম্ভব। চলুন জেনে নিই এমন ৬টি সহজ উপায়:

হালকা শ্যাম্পু বেছে নিন

মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে কড়া শ্যাম্পুর বদলে আর্দ্রতা ধরে রাখে এমন হালকা অর্থাৎ মাইল্ড শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। এমন শ্যাম্পু বেছে নিন যা স্ক্যাল্পের প্রাকৃতিক তেল ও আর্দ্রতা নষ্ট না করেই ঘাম বা ময়লা দূর করতে সাহায্য করে।

জোরে ঘষাঘষি করা থেকে বিরত থাকুন

মুখের মতোই মাথার ত্বকেও জোরে ঘষাঘষি বা অতিরিক্ত ময়লা পরিষ্কার করা ক্ষতিকর। এতে স্ক্যাল্পের প্রতিরক্ষামূলক স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ত্বক আরও শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে পড়ে। তাই শ্যাম্পু করার সময় আঙুলের ডগা দিয়ে আলতো করে ম্যাসাজ করুন।

ময়েশ্চারাইজিং স্ক্যাল্প ট্রিটমেন্ট

শ্যাম্পু করার পর মাথার ত্বকে আর্দ্রতা জোগায়– এমন কোনো স্ক্যাল্প সিরাম ব্যবহার করতে পারেন। চুল কয়েক ভাগে ভাগ করে সরাসরি মাথার ত্বকে এটি লাগালে স্ক্যাল্পের শুষ্কতা দ্রুত কমে আসে।

কন্ডিশনার প্রয়োগের সঠিক নিয়ম

চুলের রুক্ষতা ও ভেঙে যাওয়া রোধ করতে শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার ব্যবহার করা অপরিহার্য। তবে এটি সরাসরি স্ক্যাল্পে বা চুলের গোড়ায় লাগানো ঠিক নয়। কন্ডিশনার সবসময় চুলের মাঝখান থেকে আগা পর্যন্ত ভালোভাবে ব্যবহার করতে হয়।

রোদ থেকে স্ক্যাল্প রক্ষা করুন

সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি শুধু মুখের ত্বক নয়, মাথার ত্বককেও অতিরিক্ত শুষ্ক করে তোলে। বিশেষ করে যাদের চুল পাতলা, তাদের ক্ষেত্রে এটি বেশি ক্ষতিকর। তাই কড়া রোদে বাইরে গেলে টুপি, ছাতা বা স্কার্ফ ব্যবহার করে স্ক্যাল্প সুরক্ষিত রাখুন।



## প্রতিদিনের ৫ অভ্যাসে অজান্তেই দুর্বল হচ্ছে দাঁত

দাঁতের যত্নে নিয়মিত ব্রাশ করেন, মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন, এমনকি হাসির সৌন্দর্য ধরে রাখতে ঘরোয়া উপায়েও দাঁত পরিষ্কার করেন। কিন্তু জানেন কি, আপনার প্রতিদিনের কিছু সাধারণ অভ্যাসই অজান্তে দাঁতের ক্ষতি করছে? দাঁতে শিরশির অনুভূতি, দাঁতের ওপরের সুরক্ষামূলক স্তর পাতলা হয়ে যাওয়া কিংবা দাঁতের কিনারা ভেঙে যাওয়ার মতো সমস্যা এখন অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। আগে এসব সমস্যাকে বয়স বাড়া বা দাঁতের যত্ন না নেওয়ার ফল বলে মনে করা হতো। কিন্তু দাঁতের চিকিৎসকেরা এখন ভিন্ন চিত্র দেখতে পাচ্ছেন। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ২৭ শতাংশ মানুষের দাঁতের এনামেল ক্ষয়ের প্রাথমিক লক্ষণ ইতোমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই ক্ষতির পেছনে বড় কোনো দুর্ঘটনার চেয়ে আমাদের দৈনন্দিন কিছু অভ্যাস বেশি দায়ী, যেগুলোকে আমরা ভালো মনে করে দিনের পর দিন করছি। আমাদের দাঁতের ওপরের সুরক্ষামূলক স্তর বা এনামেল একবার নষ্ট হলে তা আর প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয় না। তাই দাঁতকে সুরক্ষিত রাখতে এই অভ্যাসগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি। চলুন জেনে নেওয়া যাক, প্রতিদিনের কোন পাঁচটি অভ্যাস অজান্তেই দাঁত দুর্বল করে দিচ্ছে।

অতিরিক্ত জোরে ব্রাশ করা

অনেকেই মনে করেন, দাঁত খুব জোরে জোরে ব্রাশ করলে তা বেশি পরিষ্কার হয়। এটি একটি ভুল ধারণা। অতিরিক্ত জোরে এবং শক্ত ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজার অভ্যাস এনামেলকে ক্ষয়ে ফেলে। এনামেল হলো দাঁতের সেই সুরক্ষা স্তর, যা দাঁতকে ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচায়। দীর্ঘসময় ধরে এভাবে ব্রাশ করার ফলে দাঁতের এনামেল নীরবে পাতলা হয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ দাঁত সংবেদনশীল হয়ে পড়ে।

## পোশাকে আয়না আর লিপস্টিক!

### এল ফ্যানিংয়ের এ কেমন ফ্যাশন

নিউইয়র্কে 'দ্য হাঙ্গার গেমস: সানরাইজ অন দ্য রিপিং' সিনেমার প্রিমিয়ারে এল ফ্যানিং যা করলেন, তা সবাইকে চমকে দিয়েছে। গত ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ওই প্রিমিয়ারে ২৮ বছর বয়সী এই হলিউড তারকা হাজির হন প্রসাধনী সামগ্রী দিয়ে সাজানো এক ব্যতিক্রমী গাউনে। স্টাইলিস্ট সামান্থা ম্যাকমিলেনের সঙ্গে কাজ করা এই অভিনেত্রী জিভাঁশির ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর সারাহ বার্টনের নকশায় তৈরি বিশেষ পোশাকটি পরেন। গাউনটির ওপরের অংশে রত্নপাথরের বদলে বসানো ছিল পুরোনো আমলের সত্যিকারের কমপ্যাক্ট মিরর ও লিপস্টিক। আর নিচের অংশে মেঝে ছোঁয়া ফোলানো টুল কাপড়ের ঘের, যা পোশাকটিকে দিয়েছে নাটকীয় রূপ।

শুধু পোশাক নয়, এলের চুলের সাজেও ছিল চমক। সোনালি কোঁকড়ানো চুলের ওপর তিনি পরেছিলেন স্টিফেন জোনসের তৈরি হেডপিস, যেখানে খোলা কমপ্যাক্ট আয়না ও গোলাপি রিবন দেওয়া পাউডার পাফ যুক্ত ছিল। গালে গাঢ় গোলাপি ব্লাশ আর ঠোঁটে বেরি রঙের লিপস্টিকে তাকে দেখতে লাগছিল একেবারে সিনেমার চরিত্র এফি ট্রিঙ্কেটের মতোই। মূলত এই প্রিকুয়েল সিনেমায় এল অভিনয় করেছেন তরুণ এফি ট্রিঙ্কেটের ভূমিকায়, যে চরিত্র আগের সিনেমাগুলোতে এলিজাবেথ ব্যাংকসকে জনপ্রিয়তা দিয়েছিল।

সুজান কলিন্সের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত সিনেমাটি আগামী ২০ নভেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

মার্কিন ম্যাগাজিন "হারপার'স বাজার" সূত্রে জানা যায়, ফরাসি বিলাসবহুল ব্র্যান্ড জিভাঁশির ২০২৫ সালের শরৎ-শীতকালীন সংগ্রহের একটি মিনিড্রেস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই গাউন তৈরি করা হয়েছে। ব্র্যান্ডটির গয়না নির্মাতা দল পুরোনো কমপ্যাক্ট ও লিপস্টিকগুলোকে বিশেষ কৌশলে জুড়ে পোশাকের সঙ্গে সেলাই করে দিয়েছে। পুরো প্রচারণা জুড়েই মেথড ড্রেসিংয়ের পথে হাঁটছেন এল ফ্যানিং, যেখানে চরিত্রের জাঁকজমকপূর্ণ স্বভাব ধরা পড়ে তার পোশাকে। এর আগে লন্ডনে ফ্যান স্ক্রিনিংয়ে রবার্ট উনের গোলাপি গাউন কিংবা গুচির পান্না সবুজ স্যুট ও ভিনটেজ কার্টিয়ার গয়নায়ও আলোচনা তৈরি করেছিলেন তিনি।

নিউইয়র্কের এই প্রসাধনী-গাউন দেখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রীতিমতো হইচই পড়ে গেছে। অনেকেই মজা করে বলেছেন, প্রিমিয়ারে এল ফ্যানিং নন, বরং সরাসরি এফি ট্রিঙ্কেটই হাজির হয়েছেন। কেউ কেউ ২০১৯ সালের মেট গালায় কার্লি ক্লসের বিখ্যাত মন্তব্যের সুরে এটিকে আসল 'ক্যাম্প' ফ্যাশন বলে প্রশংসা করেছেন। তবে কেউ আবার এটিকে সাহসী ফ্যাশন না বলে কসপ্লের সঙ্গে তুলনা করেছেন; ব্লাশের রঙ নিয়েও দেখা গেছে ভিন্নমত। সব মিলিয়ে চরিত্রের সঙ্গে মানানসই এমন খামখেয়ালি সাজ দিয়ে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছেন এল ফ্যানিং।





# হেরেও গর্বিত ব্রুনো ফার্নান্দেস

স্পোর্টস ডেস্ক

লিভারপুলের কাছে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। অ্যানফিল্ডে দলের এমন বড় হারের পরও সতীর্থদের পারফরম্যান্সে গর্বিত অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেস। তার মতে, স্কোরলাইন দলের লড়াই ও ইতিবাচক দিকগুলো আড়াল করে দিয়েছে।

ম্যাচের শুরুতেই বড় ধাক্কা খায় ইউনাইটেড। ১০ মিনিটের আগেই লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন লেনি ইয়োরো। ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় লিভারপুল। প্রথম ১৩ মিনিটের মধ্যে ডমিনিক সোবোসলাই ও ফ্লোরিয়ান ভির্টজের গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুই গোল করে ৪-০ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত করে তারা।

ম্যাচ শেষে বিবিসির 'ম্যাচ অব দ্য ডে' অনুষ্ঠানে ফার্নান্দেস বলেন, 'খুব কঠিন ম্যাচ ছিল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের মাঠে গিয়ে হার সব সময়ই কষ্টের। ১৫ মিনিটের পর ম্যাচের চিত্র পুরোপুরি বদলে যায়, আমাদের জন্য পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়ে।'

তবে ১০ জন নিয়েও সতীর্থদের চেষ্টা ও সাহসের প্রশংসা করেছেন পর্তুগিজ এই মিডফিল্ডার। তার ভাষায়, 'সবাই অনেক চেষ্টা করেছে। ফলাফলটা দলের ভালো দিকগুলো আড়াল করে দেবে। একজন কম নিয়েও আমরা ম্যাচে ফেরার জন্য অনেক সুযোগ তৈরি করেছি।'

শুধু রক্ষণ সামলে না থেকে নিজেদের খেলার ধরন ধরে রাখার চেষ্টাকেও ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন ফার্নান্দেস। তিনি বলেন, 'আমরা সাহসী ছিলাম। কিছু মুহূর্তে বল হারিয়েছি, কিন্তু খেলার চেষ্টা করেছি, কিছু করার চেষ্টা করেছি। আমরা ভয় পাইনি। কখনো কখনো হয়তো একটু বেশিই খেলতে চেয়েছি, যার ফলে গোল হজম করতে হয়েছে। তবে শুধু রক্ষণ সামলে ভয় নিয়ে খেলার চেয়ে দলের আত্মবিশ্বাস ও নিজেদের পরিকল্পনায় অটল থাকাকেই আমি বেশি পছন্দ করি।'

এই হারে প্রিমিয়ার লিগে ১১ ম্যাচে মাত্র এক জয় নিয়ে ১৯তম স্থানে নেমে গেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে বের করে আনার দায়িত্ব নিজেদেরই বলে মনে করেন অধিনায়ক, 'ফল পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা সম্ভব হয়নি। তবে অনেক কিছু পর্যালোচনা করার আছে। দলের মধ্যে আমি লড়াই করার মানসিকতা দেখেছি। ফলাফল সেটা প্রকাশ করবে না, কিন্তু ড্রেসিংরুমের প্রত্যেককে নিয়ে আমি খুব গর্বিত।



# আর্সেনালের শিবিরে বড় ধাক্কা

স্পোর্টস ডেস্ক

ইউয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্সেনাল। ঘরের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে নামার আগে বড় ধাক্কা খেয়েছে গানাররা। কাঁধের চোটের কারণে ছিটকে গেছেন অভিজ্ঞ গোলকিপার ডেভিড রায়া। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতা।

নিউক্যাসলের বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করা ম্যাচের ৭০তম মিনিটে চোট পান রায়া। প্রতিপক্ষের ফরোয়ার্ড উইলিয়াম ওসুলার সঙ্গে ধাক্কা লেগে বাঁ কাঁধে আঘাত পান তিনি। পরে সতীর্থদের সহায়তায় মাঠ ছাড়তে হয় তাকে।

ম্যাচ শেষে রায়ার চোট নিয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন আরতেতা। তবে প্রাথমিক পরীক্ষার পর পরিস্থিতি কিছুটা আশাব্যঞ্জক বলে জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে রায়াকে পাওয়া যাবে না নিশ্চিত করে আর্সেনাল কোচ বলেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, আগামীকাল (আজ) সে খেলতে পারবে না। তবে চোট খুব গুরুতর বলে মনে হচ্ছে না। আগামীকাল আরও কিছু পরীক্ষা করতে হবে। তবে প্রাথমিকভাবে পরিস্থিতি বেশ আশাব্যঞ্জক।'

রায়ার ব্যথার তীব্রতা দেখে শুরুতে বড় ধরনের চোটের আশঙ্কা করেছিলেন আরতেতা। তবে পরীক্ষার ফল সেই শঙ্কা অনেকটাই কমিয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম চোট আরও গুরুতর হতে পারে। কারণ, তখন সে ব্যথা সহ্য করতে পারছিল না। তবে প্রথম পরীক্ষায় যা দেখা গেছে, তা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি আশাব্যঞ্জক। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই। সেটিই ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা। কারণ, অস্ত্রোপচার হলে তাকে কয়েক মাসের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হতো।'

রায়ার অনুপস্থিতিতে গোলবার সামলানোর জন্য কেপা আরিজাবালাগা ও ইলান মেসলিয়ের ওপর আস্থা রাখছেন আরতেতা। কোচের আশা, প্রয়োজনের সময় নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দেবেন তার অন্য গোলকিপাররাও।

চ্যাম্পিয়নস লিগের চলতি মৌসুমে ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিন নম্বরে আর্সেনাল। সমান ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে ডর্টমুন্ড। দুই দলের ম্যাচটি শুরু হবে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ২টায়।

# গোলকিপারদের অবমূল্যায়নে ক্ষোভ কোর্তোয়ার

স্পোর্টস ডেস্ক

মাঠে তারা বেশিরভাগ সময় একাই থাকেন। পুরো দল যখন একসঙ্গে গোল উদযাপন করে তখনও তাদের চোখ থাকে নিজের বক্সে, পায়ে থাকে সতর্কতা আর মাথায় চলে পরের মুহূর্তের হিসাব। গোলকিপারদের জীবনটাই এমন–আলো-আঁধারির এক নীরব লড়াই, যেখানে এক ছোট্ট ভুলেই বদলে যেতে পারে সব গল্প। অথচ দিনের শেষে সেই নিঃসঙ্গ যোদ্ধাদের প্রাপ্য সম্মানটাই যেন সবচেয়ে বেশি আড়ালে পড়ে যায়!

গোলকিপারদের দুঃখ ভালো করেই জানেন রিয়াল মাদ্রিদের গোলকিপার থিবো কোর্তোয়া। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যালন ডি'অরের শীর্ষ পুরস্কারের দৌড়ে উপেক্ষিত থাকার পর, একজন গোলকিপার ব্যালন ডি'অর জিততে ঠিক কী অর্জন করতে পারেন তা ভেবে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের এই গোলকিপার। রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা গোলরক্ষক নিজের হতাশার কথা জানানোর পাশাপাশি স্প্যানিশ রাজধানীতেই গ্লাভস জোড়া তুলে রাখার চূড়ান্ত স্বপ্নের কথাও নিশ্চিত করেছেন।

ব্যালন ডি'অর জয়ের ক্ষেত্রে গোলকিপারদের যে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়, তা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন কোর্তোয়া। ইতিহাসে মাত্র একবারই একজন গোলরক্ষক এই ট্রফি জিততে পেরেছেন। নিজের ক্যারিয়ার ও এই পজিশনের প্রাপ্য স্বীকৃতি না পাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে বেলজিয়ামের এই তারকা ভোটের প্রক্রিয়া নিয়ে অনেকটা হাল ছেড়ে দেওয়ার সুরেই কথা বলেন। ২০২২ সালের কথা উল্লেখ করে জানান, সেবার তাঁর আরও ভালো অবস্থান প্রাপ্য ছিল বলেই মনে করেন তিনি; করিম বেনজেমা যোগ্য বিজয়ী হলেও মূল পুরস্কারের বদলে গোলরক্ষকদের প্রায়ই ইয়াসিন ট্রফিতেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'এএস'কে কোর্তোয়া বলেন, 'আমার মনে হয় ২০২২ সালে আমার অবস্থান আরও ওপরে হওয়া উচিত ছিল। করিম পুরস্কারটি পাওয়ার যোগ্য ছিল, কিন্তু আমার অবস্থান আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল বলেই মনে করি। আমরা দুর্দান্ত পারফর্ম করতে পারি, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এমবাপে হয়তো গোল করে বসবে আর মানুষের সেটাই মনে থাকবে।



## বিনোদন



# পরিবারকে নিয়ে কটূক্তি চুপ থাকবেন না রাশমিকা

বিনোদন ডেস্ক

পরিবারের কাউকে নিয়ে কটূক্তি করা হলে পুরোপুরি 'যোদ্ধার' ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। তার মতে, সমালোচনা যখন পরিবারের সদস্যদের দিকে ধেয়ে আসে, তখন আর চুপ থাকতে রাজি নন তিনি।

সম্প্রতি 'প্রেমা-দ্য জার্নালিস্ট'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অনলাইন ট্রলিং ও নেতিবাচক মন্তব্য নিয়ে কথা বলেন এই অভিনেত্রী।

সেখানে তিনি জানান, স্বামী বিজয় দেবরাকোন্ডার সঙ্গে 'কফি উইথ করণ'-এর নবম মৌসুমে উপস্থিত হওয়ার পর অনলাইনে নানা ধরনের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে তাদের। করণ জোহরের সঞ্চালনায় জনপ্রিয় চ্যাট শো 'কফি উইথ করণ'-এর চলতি মৌসুমের দ্বিতীয় পর্বে একসঙ্গে হাজির হয়েছিলেন রাশমিকা ও বিজয়। অনুষ্ঠানে তাদের খোলামেলা কথাবার্তা দর্শকদের নজর কাড়ে। তবে কয়েকটি মন্তব্য নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় সমালোচনা।

বিশেষ করে বিজয়কে এক বছর ধরে প্রতিদিন বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে বলার পর ট্রোলিংয়ের শিকার হন রাশমিকা।

একপর্যায়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে ভুয়া তথ্য ছড়ানো, সম্পাদিত স্ক্রিনশট প্রকাশ, ভুয়া পরিচয় ব্যবহার এবং সংঘবদ্ধ অনলাইন হয়রানির অভিযোগে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন তারকা দম্পতি।

সাক্ষাৎকারে অনলাইনে নেতিবাচক মন্তব্যের মুখোমুখি কীভাবে হন, এমন প্রশ্নের জবাবে রাশমিকা জানান, ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে ট্রলিংয়ের জবাব দিতেন তিনি। তবে সময়ের সঙ্গে বুঝেছেন, এসব মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানানো মানে সময় নষ্ট করা। মাঝেমধ্যে জবাব দিতে ইচ্ছা হলেও এখন নীরব থাকতেই পছন্দ করেন তিনি। তার মতে, অনেক ক্ষেত্রে চুপ থাকাই ভালো।

তবে নিজের ব্যক্তিত্ব, সিনেমা, অভিনয় কিংবা পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনা মেনে নিতে আপত্তি নেই অভিনেত্রীর। এগুলোকে পেশারই একটি অংশ এবং মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হিসেবে দেখেন তিনি।

কিন্তু পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কেউ কটূক্তি করলে সেটি মেনে নিতে পারেন না রাশমিকা।

এ প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, 'কিন্তু কেউ যদি আমার পরিবার নিয়ে কথা বলে, সেটা আমি একদম পছন্দ করি না। তখন আমি পুরোপুরি যোদ্ধার ভূমিকায় চলে যাবো। আমি একেবারে 'মাইসা' হয়ে উঠবো। কারণ, আমার পরিবার এই পেশা বেছে নেয়নি। তারা জনসম্মুখে পরিচিত কোনও মানুষ নন। তাহলে এমন কারও নাম নিয়ে কেন তার ব্যক্তিত্বকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হবে? তারা তো এমন আচরণের যোগ্য নন।'

রাশমিকার মতে, তার ও বিজয়ের মতো তারকারা জনসমক্ষে থাকায় নানা সমালোচনার মুখোমুখি হতে অভ্যস্ত। কিন্তু তাদের পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের কেউই প্রচারের আলোয় থাকার জীবন বেছে নেননি। তাই তাদের অনলাইন বিতর্কের মধ্যে টেনে আনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

কাজের দিক থেকে রাশমিকা এখন অপেক্ষায় রয়েছেন তার নতুন অ্যাকশনধর্মী সিনেমা 'মাইসা'র মুক্তির। রবীন্দ্র পুল্লে পরিচালিত সিনেমাটি প্রযোজনা করছে আনফর্মুলা ফিল্মস।



# অভিনেতা সোহেল খান আর নেই

বিনোদন রিপোর্ট

অভিনেতা সোহেল খান আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) সকালে বগুড়ায় স্ট্রোক করেন তিনি। পরে স্থানীয় টিএমএসএস হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর। তিনি বলেন, বগুড়ায় 'নসিব' সিনেমার শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন সোহেল খান। শুটিং ইউনিট সূত্রে জানা গেছে, ১৯ নভেম্বর থেকে সিনেমাটির শুটিংয়ে অংশ নিতে বগুড়ায় অবস্থান করছিলেন তিনি। আগামীকাল তার শুটিং শেষ হওয়ার কথা ছিল।

শুটিং ইউনিটের সদস্যরা জানান, মঙ্গলবার সকালে শুটিংয়ের জন্য মেকআপ নিয়ে প্রস্তুতও হয়েছিলেন সোহেল খান। একপর্যায়ে হোটেলের কক্ষে তাকে ডাকতে গিয়ে ইউনিটের একজন সদস্য বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেন। কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি চিৎকার করলে অন্যরাও ছুটে আসেন। পরে দ্রুত তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

# সোহেল খানকে নিয়ে কত স্মৃতি ভাসছে চঞ্চলের চোখে!

বিনোদন ডেস্ক

অভিনেতা সোহেল খানের আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। সহকর্মীকে হারিয়ে পুরোনো স্মৃতিতে আবেগাপ্লুত হয়েছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে সোহেল খানকে স্মরণ করেছেন এই অভিনেতা।

চঞ্চল চৌধুরী তার পোস্টে লেখেন, 'সোহেল ভাই..!!!! পরলোকে শান্তিতে থাকুন!!! আপনাকে নিয়ে অনেক স্মৃতি চোখের সামনে ভীড় জমাচ্ছে।'

চঞ্চল ও সোহেল খান একসঙ্গে বহু নাটকে কাজ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) সকালে বগুড়ার হোটেল মম ইনে 'নসিব' সিনেমার শুটিংয়ে অংশ নিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন সোহেল খান। পরে তাকে বগুড়া সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুতে বিনোদন অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিকে পরিচালক মো. ইকবাল বলেন, সোহেল খানের মৃত্যুর পর সিনেমাটির শুটিং বন্ধ রাখা হয়েছে। তার মরদেহ ঢাকার ধামরাইয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।





# অভিনয় করতে করতেই বিদায় : ছন্দা

বিনোদন ডেস্ক

নাটক ও সিনেমার অভিনেতা সোহেল খানের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে শোবিজ অঙ্গনে। তার প্রয়াণে সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্মৃতিচারণ করছেন। এবার অভিনেতাকে নিয়ে আবেগঘন স্মৃতিচারণ করেছেন দর্শকপ্রিয় অভিনেত্রী গোলাম ফরিদা ছন্দা।

সোহেল খানের সঙ্গে কাটানো কিছু মুহূর্তের কথা স্মরণ করে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন ছন্দা। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'এই মানুষটার সাথে দেখা হলে অনেক কথা বলতো, সতীর্থকে দেখলেই বলতো ভাই আপনিতো আগে অনেক পান খাইতেন! যদিও সতীর্থ কোন কালেই পান খেতো না, কিন্তু তার মাথায় কেন যেন এটা আটকে ছিল।'

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ছন্দা আরও লিখেছেন, 'আজ সকাল থেকে ফেসবুকে এই মানুষটির ছবিই দেখছি, অথচ আজ আর কোনো কথা হচ্ছে না! ব্যাপারটা অসাধারণ একজন অভিনেতার অভিনয়শিল্পেই মৃত্যু! আমরা শিল্পীরা এমনটাই চাই, যেন কাজটা করতে করতেই বিদায় নেই পৃথিবী থেকে।'

স্ট্যাটাসের শেষাংশে সোহেল খানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই অভিনেত্রী লেখেন, 'বিদায় সোহেল খান! আপনার আত্মার শান্তি কামনা করছি।'

ছন্দার এই স্মৃতিচারণে সোহেল খানের প্রাণবন্ত স্বভাব ও সহকর্মীদের সঙ্গে তার আন্তরিক সম্পর্কের বিষয়টি উঠে এসেছে। বিশেষ করে সতীর্থকে দেখলেই পান খাওয়ার পুরোনো প্রসঙ্গটি মনে করিয়ে দেওয়ার মজার স্মৃতি যেন অভিনেতার ব্যক্তিত্বের এক অন্য দিক তুলে ধরেছে। এদিকে গতকাল মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে বগুড়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন সোহেল খান।



# নিম্নমানের ইটে গাইড ওয়াল নির্মাণের অভিযোগ

**মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি**

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার আধারা ইউনিয়নের পূর্ব জাজিরা এলাকায় নিম্নমানের ইট ব্যবহার করে গাইড ওয়াল নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদার আল আমিনের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তবে কাজটি তদারকির দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী।

আধারার বর্ষাচর সেতুর পূর্ব পাশে পূর্ব জাজিরা এলাকায় মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা এলজিইডির আওতায় প্রকল্পটির কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের অংশ হিসেবে পশ্চিম পাশের ঘাটলা থেকে পূর্ব পাশের ঘাটলা পর্যন্ত আই-সিস্টেমের একটি গাইড ওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে।

কিন্তু এতে বাজারের অত্যন্ত নিম্নমানের ইট ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, এসব ইট ব্যবহারের কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই দেয়ালে ফাটল দেখা দিতে পারে কিংবা সেটি ভেঙে পড়তে পারে। পাশাপাশি নিম্নমানের সিমেন্ট ব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে।

এলাকাবাসীর দাবি, কাজটি পরিদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁরা ঘটনাস্থলে আসেননি। ফলে ঠিকাদার ইচ্ছামতো নিম্নমানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রকৃত ঠিকাদার নিজে কাজটি না করে সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে অন্যের কাছে হস্তান্তর করেছেন। কয়েক দফা হাতবদল এবং লাভের হিসাব ঠিক রাখতে গিয়ে কাজের মান ও নির্ধারিত শিডিউল অনুসরণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, ব্যবহৃত ইটের মান এতটাই খারাপ যে পুরোনো মাটির চুলা ভাঙলে যেমন অবস্থা হয়, ইটগুলোর অবস্থাও তেমন। এলাকাবাসী বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে এলজিইডির প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী মুহাম্মদ বোরহান উদ্দিন মোল্লা বলেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে উপজেলা এলজিইডি অফিস সূত্রে জানা গেছে, কাজটি গুচ্ছ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এবং অনেক আগের।

## কুমিল্লায় অনিয়মের দায়ে ২ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

**কুমিল্লা প্রতিনিধি**

জেলার বুড়িচং উপজেলায় গতকাল চানাচুর, বিস্কুট, ঝালমুড়ি, লাড্ডু, মটরভাজা ও চিপস প্রভৃতি খাদ্যপণ্যে নিষিদ্ধ কাপড়ের রং ও সিঁদুরের রং ব্যবহারের দায়ে 'এসএ ফুড প্রডাক্টস' নামের একটি খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অন্যদিকে, পরীক্ষার মূল্য নির্ধারণ এবং জীবন বিপন্নকারী কার্যকলাপের দায়ে 'আধুনিক হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার'কে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

গত সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকাল পর্যন্ত বুড়িচং বাজার এলাকায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুমিল্লা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. কাউছার মিয়া। সহযোগিতা করেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা জুয়েল মিয়া। অভিযানকালে 'এসএ ফুড প্রডাক্টস (মুসলিম ফুড)' -এ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং চানাচুর, বিস্কুট, ঝালমুড়ি, লাড্ডু, মটরভাজা ও চিপস তৈরিতে নিষিদ্ধ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাই বা কাপড়ের রঙ ও সিঁদুরের রং ব্যবহারের দায়ে প্রতিষ্ঠানটিকে ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

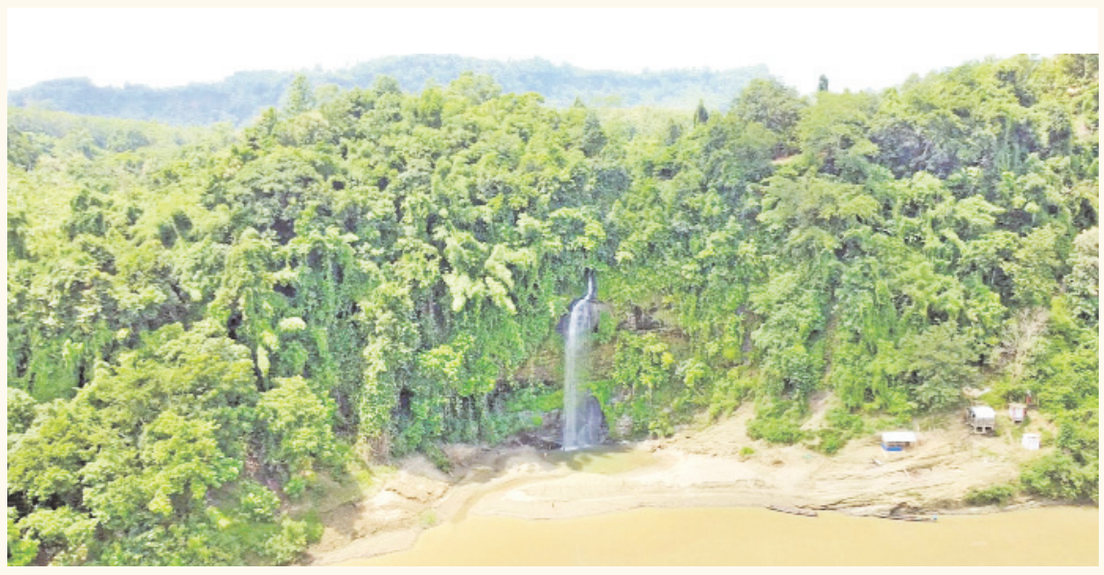

# পাহাড়ের বুকে চিরযৌবনা রিঝুক ঝর্ণা

## ফিরছে পর্যটকদের ভিড়

**বান্দরবান প্রতিনিধি**

পাহাড়ের বুক চিরে প্রায় ৩০০ ফুট ওপর থেকে নেমে আসছে স্বচ্ছ জলধারা। চারপাশে সবুজ পাহাড়, ঝর্ণার কলকল শব্দ আর নির্জন প্রকৃতি মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

এমনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার বান্দরবানের রুমা উপজেলার রিঝুক ঝর্ণা। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত সেপ্টেম্বর পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত হওয়ায় আবারও প্রাণ ফিরেছে এই পর্যটনকেন্দ্রে।

পাহাড়ের উঁচু চূড়া থেকে নিচে আছড়ে পড়া পানির ধারা পর্যটকদের মুগ্ধ করছে। ঝর্ণার চারপাশের সবুজ প্রকৃতি ও শান্ত পরিবেশে নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা ভুলে সময় কাটাচ্ছেন ভ্রমণপিপাসুরা। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ণাটির সৌন্দর্যেও আসে ভিন্নতা।

গত কয়েক মাস পাহাড়ের পরিস্থিতির কারণে ঝর্ণাটিতে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ ছিল। এতে পর্যটন ব্যবসায়ী, নৌকার মাঝি, ট্যুরিস্ট গাইড ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আর্থিক সংকটে পড়েন। অনেক নৌকার সংখ্যা কমে যায়, কেউ কেউ ব্যবসা ছেড়েও চলে যান। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় গত সেপ্টেম্বর প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর উদ্যোগে ঝর্ণাটি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এরপর বিভিন্ন জেলা থেকে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়তে শুরু করেছে।

রুমা শহর থেকে সাঙ্গু নদীপথে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে রিঝুক ঝর্ণার অবস্থান।

**এমনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার বান্দরবানের রুমা উপজেলার রিঝুক ঝর্ণা। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত সেপ্টেম্বর পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত হওয়ায় আবারও প্রাণ ফিরেছে এই পর্যটনকেন্দ্রে**

স্থানীয় বম ভাষায় এর আদি নাম 'রি-জুক'। 'রি' অর্থ জল এবং 'জুক' অর্থ ওপর থেকে খাড়াভাবে নেমে আসা। অর্থাৎ নামের অর্থ দাঁড়ায় ওপর থেকে নেমে আসা জলধারা। ঝর্ণায় যেতে পর্যটকদের সঙ্গী হতে হয় সাঙ্গু নদীকে। নদীর দুই পাশের পাহাড়, ছোট ছোট ফসলি জমি এবং পাহাড়ি জনপদের সহজ-সরল মানুষের আতিথেয়তা ভ্রমণকে আরও উপভোগ্য করে তোলে।

রিঝুক ঝর্ণার পাশে রয়েছে রিঝুক বম গ্রাম। প্রায় ৩০০ ফুট ওপর থেকে নেমে আসা পানির সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিদিনই আসছেন পর্যটকেরা। দীর্ঘ বিরতির পর পর্যটকদের পদচারণায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যেও নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে।

রুমা নৌঘাটের আবুল হোসেন ও ইমতিয়াজ বলেন, দীর্ঘদিন ঝর্ণা বন্ধ থাকায় নৌকার সংখ্যা কমে গিয়েছিল। অনেকেই ব্যবসা ছেড়ে চলে গেছেন। আবার পর্যটনকেন্দ্রটি উন্মুক্ত হওয়ায় পর্যটনশিল্প চাঙা হবে বলে তাঁরা আশা করছেন।

নৌকার মাঝি ও ট্যুরিস্ট গাইড অনিল দাশ ও নয়ন বলেন, ঝর্ণা খুলে দেওয়ার পর ধীরে ধীরে পর্যটক আসছেন।

আগে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। পর্যটনকেন্দ্রগুলো পর্যায়ক্রমে খুলে দেওয়ায় আবার ঘুরে দাঁড়ানোর আশা করছেন তাঁরা।

ঢাকা থেকে ছয়জনের একটি দল রিঝুক ঝর্ণা দেখতে এসেছেন। দলের সদস্য আবির ও ঐশী বলেন, রুমা শহর থেকে ঝর্ণাটি বেশ কাছে। উন্মুক্ত হওয়ার খবর পেয়ে তাঁরা ঘুরতে এসেছেন। এর আগে মুনলাইন পাড়া ঘুরেছেন। রিঝুকে এসে তাঁদের খুব ভালো লাগছে।

রুমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিজা আক্তার বিথী বলেন, যথাযথ নিরাপত্তা ও টেকসই পর্যটন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রিঝুকের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হবে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ঝর্ণাটি খুলে দেওয়া হয়েছে। পর্যটকেরা নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে ঘুরে বেড়াতে পারবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ধরে রাখতে ঝর্ণার আশপাশে ময়লা-আবর্জনা না ফেলা, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং প্রশাসনের নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেলে রিঝুক ঝর্ণা স্থানীয় কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।



## যমুনায় নাব্যতা সংকট

# কৃষিপণ্য পরিবহনে বাড়তি খরচ দুর্ভোগে চরাঞ্চলের মানুষ

**কোথাও হাঁটুপানি, কোথাও কোমরপানি, আবার কোথাও শুকিয়ে গেছে নৌপথ। ফলে ডুবোচরে আটকে যাচ্ছে যাত্রী ও মালামাল-বাহী নৌকা। দুর্ভোগে পড়েছেন মাঝি, কৃষকসহ চরাঞ্চলের হাজারো মানুষ**

**সারিয়াকান্দি প্রতিনিধি**

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে যমুনা নদীতে পানি কমে যাওয়ায় তীব্র নাব্যতা সংকট দেখা দিয়েছে। নদীর বিভিন্ন স্থানে জেগে উঠেছে অসংখ্য ডুবোচর।

কোথাও হাঁটুপানি, কোথাও কোমরপানি, আবার কোথাও শুকিয়ে গেছে নৌপথ। ফলে ডুবোচরে আটকে যাচ্ছে যাত্রী ও মালামালবাহী নৌকা। দুর্ভোগে পড়েছেন মাঝি, কৃষকসহ চরাঞ্চলের হাজারো মানুষ। কৃষিপণ্য বাজারজাত করতে গিয়ে বাড়তি পরিবহন খরচ গুনতে হচ্ছে কৃষকদের। স্থানীয়দের অভিযোগ, পানি কমে যাওয়ায় উপজেলার বিভিন্ন খেয়াঘাট ও নৌপথে স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। কোনো কোনো ঘাটে নৌকা চলাচল প্রায় বন্ধের উপক্রম। আগে যে পথে সহজে নৌকায় নদী পার হওয়া যেত, এখন সেই পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে হেঁটে। এতে কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ, শিক্ষার্থী ও নিয়মিত যাতায়াতকারীরা বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন।

স্থানীয়দের ধারণা, কয়েক বছর ধরে বড় ধরনের বন্যা না হওয়ায় যমুনার পানি দ্রুত কমে যাচ্ছে। ২০২৫ সালে নদীর পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করেনি। চলতি বছরও বিপৎসীমার কাছাকাছি পৌঁছে দ্রুত নেমে যাওয়ায় বিভিন্ন স্থানে পলি জমে ডুবোচরের সৃষ্টি হয়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, নদীর মাঝখানে ডুবোচরে নৌকা আটকে যাচ্ছে। অনেক সময় মাঝিদের পানিতে নেমে নৌকা ঠেলে পার করতে হচ্ছে। এতে সময় ও শ্রম দুটোই বাড়ছে। নাব্যতা সংকটে পারতিত পরল আলতাফ আলীর খেয়াঘাট, হাসনাপাড়া, নিজবলাইল নয়াপাড়া ও চারালকান্দিসহ বিভিন্ন ঘাটের অবস্থা নাজুক।

সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন চরাঞ্চলের কৃষকেরা। নৌপথে ফসল পরিবহন করতে না পেরে ঘোড়ার গাড়িতে কিংবা কাঁধে বহন করে বাজারে নিতে হচ্ছে। এতে উৎপাদন খরচের পাশাপাশি পরিবহন ব্যয়ও বেড়ে যাচ্ছে।

পারতিত পরল গ্রামের আলতাফ আলী খেয়াঘাটের মাঝি বলেন, আগে তাঁর নৌপথের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় দুই কিলোমিটার। পানি কমে এখন তা ৫০ মিটারে নেমে এসেছে। সেখানে কোমরপানির নিচ দিয়ে সামান্য স্রোত রয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে সেটিও শুকিয়ে গেলে ঘাটটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ইজারা নিয়ে তিনি আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন।

কাজলা কুড়িপাড়া গ্রামের কৃষক সুজন মিয়া বলেন, নদীতে পানি না থাকায় ফসল বাড়ি থেকে বাজারে নিতে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করতে হচ্ছে। এতে খরচ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। নদীতে পানি থাকলে নৌকায় অল্প খরচে ফসল পরিবহন করা যেত।

সারিয়াকান্দি-মাদারগঞ্জ নৌপথের কালিতলা ঘাটের মাঝি ওবাইদুল বলেন, ডুবোচরে নৌকা আটকে গেলে পানিতে নেমে ঠেলে সরাতে হয়। এতে মাঝি ও যাত্রীদের ভোগান্তি বাড়ছে। দ্রুত ড্রেজিং করে নৌপথ সচল করার দাবি জানান তিনি।

এদিকে গুরুত্বপূর্ণ সারিয়াকান্দি-মাদারগঞ্জ নৌপথ সচল রাখতে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক্সেভেটর দিয়ে ডুবোচর কাটার কাজ চলছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এস এম মিকাইল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে প্রধান নৌপথ সচল রাখতে এক্সেভেটর দিয়ে ডুবোচর কাটা হচ্ছে। এতে নৌকা চলাচল স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সারিয়াকান্দিকে নৌবন্দর ঘোষণা করা হয়েছে। বন্দরের কার্যক্রম শুরু হলে নৌপথগুলো সচল রাখতে নিয়মিত ক্যাপিটাল ড্রেজিং করা হবে। এতে নাব্যতা সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে।

তবে স্থানীয়দের দাবি, শুধু প্রধান নৌপথ নয়, উপজেলার সব গুরুত্বপূর্ণ খেয়াঘাট ও চরাঞ্চলের নৌপথ সচল রাখতে নিয়মিত ড্রেজিং এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে না আনলে প্রতিবছরই এমন দুর্ভোগের শিকার হতে হবে বলে আশঙ্কা তাঁদের।

## বাড়ির উঠানে ১০ ফুট উচ্চতার গাঁজা গাছ

**ভৈরব প্রতিনিধি**

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে বাড়ির উঠানে চাষ করা প্রায় ১০ ফুট উচ্চতার একটি গাঁজা গাছ উদ্ধার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টাস্কফোর্স। এ ঘটনায় হেলাল মিয়া (৪৭) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। গতকাল দুপুর ২টার দিকে উপজেলার কালীপুর পূর্বকান্দা বাদশা বিল এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। আটক হেলাল ওই এলাকার মৃত লায়েছ মিয়ার ছেলে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এএইচএম আজিমুল হকের নেতৃত্বে আনসার সদস্য এবং অধিদপ্তরের কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের 'খ' সার্কেলের সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় হেলাল মিয়ার বাড়ির উঠান থেকে ডালপালাসহ প্রায় ১০ ফুট উচ্চতার গাঁজা গাছটি উদ্ধার করা হয়। এ বিষয়ে এএইচএম আজিমুল হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় বাড়ির মালিককে আটক করে তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

## ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

**মান্দা প্রতিনিধি**

নওগাঁর মান্দায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ পিস ইয়াবাসহ আল আমিন (১৯) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে রোববার (২২ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার ৮ নম্বর কুসুম্বা ইউনিয়নের বড়পই গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আল আমিন সাতবাড়িয়া গ্রামের মো. সোহেল রানার ছেলে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মান্দা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. নাজমুল হকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় প্রসাদপুর থেকে চকগোপালগামী পাকা সড়কে মো. মামুনের মুদি দোকানের সামনে থেকে আল আমিনকে আটক করা হয়। পরে তাঁর কাছ থেকে ১০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

## সাড়ে ৪ হাজার কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ-সার বিতরণ

**দুপচাঁচিয়া প্রতিনিধি**

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৪ হাজার ৫০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। একই অনুষ্ঠানে ক্যান্সার, কিডনি ও অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত ২০ জনকে ২০ লাখ টাকা চিকিৎসা সহায়তা এবং ১৩ জন প্রশিক্ষিত যুবকের মধ্যে ১৪ লাখ টাকার ঋণের চেক বিতরণ করা হয়। গতকাল বুধবার উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আদমদীঘি-দুপচাঁচিয়া আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ আব্দুল মহিত তালুকদার।

সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহরুখ খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মুহাম্মদ সাইফুল আবেদীন। কৃষি প্রণোদনার আওতায় প্রত্যেক কৃষককে এক কেজি সরিষার বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার দেওয়া হয়। পাশাপাশি সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০ জন জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে এক লাখ টাকা করে মোট ২০ লাখ টাকা চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষিত ১৩ জন আত্মকর্মীর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৪ লাখ টাকার ঋণের চেক বিতরণ করেন সংসদ সদস্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুপচাঁচিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ তাজমিলুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম. মনিরুল ইসলাম খান স্বপন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, সাবেক সভাপতি আব্দুল হামিদ, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আখতারুজ্জামান তুহিন, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌস, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রুহুল কুদ্দুস তালুকদার ও সদর ইউপি চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেনসহ সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং ছয় ইউনিয়নের কৃষকেরা। বক্তারা বলেন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা এবং যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।


**লিগ্যাল নোটিশ**

**প্রেরক,**

**মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার**, পিতা- মোঃ রুবেল ইসলাম তালুকদার
সাং-ধারিয়া, ডাকঘর-কিচক-৫৮১০,
থানা-শিবগঞ্জ, জেলা- বগুড়া- এর পক্ষে,
**মোঃ তৌহিদুর রহমান**
অ্যাডভোকেট
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, বগুড়া।
**চেম্বার**- জেলা পরিষদের উত্তরে খাজা পাড়া মসজিদ সংলগ্ন, বগুড়া।

**প্রাপক,**

**মোঃ সজিবুল রহমান (সজিব)**
পিতাঃ রুহুল আমিন
গ্রাম-জয়পুরপাড়া, ডাকঘর-বগুড়া-৫৮০০,
থানা-বগুড়া সদর, জেলা- বগুড়া।

**বিষয়ঃ এন.আই, অ্যাক্টের ১৩৮ ধারা মোতাবেক ডিজঅনার হওয়া চেকের টাকা নগদে পরিশোধের নোটিশ।**

**জনাব,**

আমার উপরোক্ত মোয়াক্কেল কর্তৃক আদিষ্ট ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আপনি নোটিশ গ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ঃ

১। আপনি নোটিশ গ্রহীতা আমার মোয়াক্কেলের নিকট হতে গৃহীত পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য আপনার ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড এর হিসাব নম্বর-১২৫১৫৭০৪৯৪৭৯৩, চেক নম্বর- ৪৯৭৪৪০৩, তারিখ-৩১/০৮/২০২৬, টাকার পরিমাণ- ১২,০০,০০০/- (বারো লক্ষ) আমার মোয়াক্কেল বরাবরে প্রদান করেন।

২। উপরোক্ত চেকটি আমার মোয়াক্কেলের বরাবরে পরিশোধিত হওয়ায় আমার মোয়াক্কেল চেকটি নগদায়নের জন্য ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি, বগুড়া শাখায় উপস্থাপন করলে আপনার ব্যাংক হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় গত ০৪/১১/২০২৬ তারিখে চেকটি ডিজঅনার হয়।

৩। আপনার প্রদত্ত চেকটি ডিজঅনার হওয়ায় আপনার নিকট আমার মোয়াক্কেলের পাওনা ১২,০০,০০০/- (বারো লক্ষ) টাকা অপরিশোধিত রয়েছে যা আপনি অনতিবিলম্বে পরিশোধ করতে আইনত বাধ্য বটে।

৪। এমতাবস্থায়, অত্র নোটিশ দ্বারা আপনাকে এই মর্মে অবগত করা যাচ্ছে যে, অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আমার মোয়াক্কেলের পাওনা উক্ত ১২,০০,০০০/- (বারো লক্ষ) টাকা নগদে পরিশোধ করবেন। অন্যথায়, আমার মোয়াক্কেল স্বার্থ রক্ষার্থে আপনার বিরুদ্ধে আদালতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা করে স্বার্থ উদ্ধারে বাধ্য হবেন।

অত্র নোটিশের এক কপি ভবিষ্যত আইন আদালতে ব্যবহারের জন্য আমার সেরেস্তায় সংরক্ষিত রইল।

ধন্যবাদান্তে,
**মোঃ তৌহিদুর রহমান**
অ্যাডভোকেট
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, বগুড়া।



**অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৭(১) ধারা মোতাবেক**
**বিবাদীর প্রতি পত্রিকার মাধ্যমে সমন/নোটিশ**
জজ ও অর্থঋণ আদালত নং- ৭, ঢাকা। অর্থঋণ মোকদ্দমা নং- ৬০৪/২০২৬

**PRIME BANK PLC.,** Head Office: "Prime View, Plot-SE(F)7, Bir Uttam Mir Shawkat Sharak, Gulshan Avenue, Gulshan, Dhaka-1212"Represented by its Authorized Officer: Ms. Israt Jahan, daughter of Md. Khosru Mahmud, Employee ID No. 2011080101, Senior Executive Officer, Legal Division, Prime Bank PLC, Prime Tower, Plot Nos. 35 & 8, Nikunja C/A, Airport Road, Police Station- Khilkhet, Dhaka-1229, Cell-No.01717-549432.
.....PLAINTIFF

-Versus-

1. **Mchammed Rajibul Ahasan (Borrower and Guarantor),** Son of Mohammed Wahidur Rahman & Rawshan Ara Begum, House No. 12/1, Apt# B3, Road# 4A, Dhanmondi, Dhaka AND SAVP & Relationship Manager of "EXIM Bank Limited' Board Bazar Branch, Hazi Fazlul Haque Plaza, (1st Floor), Board Bazar, Gazipur. AND House No.202 (1st FL), Road No.9A, (New), Old.19. Modhu Bazar South, P.S. Gigatola-1209, Dhanmondi, Dhaka. AND House No. 563/B, Dania, Jatrabari, Dhaka.
2. **Mrs. Sarah Ajmin (Guarantor)** Daughter of Saidur Rahman Chowdhury & Mrs. Fahmida Rahman House No. 12/1, Apt# B3, Road# 4A, Dhanmondi, Dhaka. AND House No.279, Shajahanpur, Sobujbag, Dhaka. AND Senior Officer of EXIM Bank Limited, Karwan Bazar Branch, Karwan Bazar, Dhaka.
3. **A.K.M. Monirul Islam (Guarantor),** Son of Abul Kalam Azad & Monowara Azad House No. 13/5/A/3, Apt# 5B, Road # 02, Shymoli, P.O. Mohammadpur, Dhaka. AND FVP & Manager Operation of "Dhaka Bank Ltd" Dhanmondi Model Branch, Dhanmondi, Dhaka.
.....DEFENDANTS.

এতদ্বারা আপনি/আপনাদের জানানো যাইতেছে যে, আপনারা বাদী প্রাইম ব্যাংক পিএলসি থেকে ঋণ গ্রহণ করিয়া সময়মত ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করিয়া কৌশলে/আড়ালে থাকিয়া ব্যাংকের পাওনা টাকা আদায়ের কার্যক্রম বিলম্ব করিতেছেন। তাই আপনি/আপনাদেরকে অবগত করানো যাইতেছে যে, বাদী প্রাইম ব্যাংক পিএলসি আপনার/আপনাদের নিকট বিগত ০৭/০৫/২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত পাওনা **৯,৪৮,৮৪০.৮৪/-(নয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশত চল্লিশ দশমিক চল্লিশ দশমিক আট চার) টাকা,** মোকদ্দমার খরচ ও মোকদ্দমার পরবর্তী সুদ/মুনাফা আদায়ের জন্য উল্লেখিত মোকদ্দমা অত্র আদালতে দায়ের করেছেন।

আপনি/আপনাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত উপরোক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে আপনি/আপনাদের কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তা **আগামী ২৯/১১/২০২৬ ইং** তারিখের মধ্যে আপনি/আপনারা স্বয়ং বা নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে সকাল ৯.০০ ঘটিকার মধ্যে ঢাকার অর্থঋন আদালত নং-০৭ এ উপস্থিত হইয়া লিখিত আকারে দাখিল করিবেন। অন্যথায় আপনি/আপনাদের অনুপস্থিতিতেই অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর বিধি/বিধান অনুযায়ী উপরোক্ত মামলাটি নিষ্পত্তি হইবে।

**আদালতের আদেশক্রমে- সেরেস্তাদার, অর্থঋণ আদালত নং-৭, ঢাকা।**



**অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৭(১) ধারা মোতাবেক**
**বিবাদীর প্রতি পত্রিকার মাধ্যমে সমন/নোটিশ**
জজ ও অর্থঋণ আদালত নং- ৭, ঢাকা। অর্থঋণ মোকদ্দমা নং- ৬০৩/২০২৬

**PRIME BANK PLC.,** Head Office: "Prime View, Plot-SE(F)7, Bir Uttam Mir Shawkat Sharak, Gulshan Avenue, Gulshan, Dhaka-1212"Represented by its Authorized Officer: Ms. Israt Jahan, daughter of Md. Khosru Mahmud, Employee ID No. 2011080101, Senior Executive Officer, Legal Division, Prime Bank PLC, Prime Tower, Plot Nos. 35 & 8, Nikunja C/A, Airport Road, Police Station- Khilkhet, Dhaka-1229, Cell-No.01717-549432.
.....PLAINTIFF

-Versus-

1. **Alif Trading Corporation (Borrower),** Represented by its Proprietor Mr. Md. Abul Hossain, Shop No. 51, Agasadek Road, Dhaka. AND Shop No.16 (Ground Floor), Rojemarinurse Market, Siddique Bazar, Dhaka. AND Shop No. 13 (Ground Floor), Parijat City Shoping Complex, Siddirgonj, Narayangonj.
2. **Mr. Md. Abul Hossain (Borrower),** Mortgagor and Guarantor) Son of Late Rahim Box Bepari and Mst. Momtaj Begum Proprietor of Alif Trading Corporation Address: Vill-Bhasan Char Dokkhin Kandi (Kalir Char), P.O- Chitolia Bazar, Union- Adhara, P.S & Dist- Munshigonj. AND House-392, Road-01, 3rd Floor (Front west side), South Sheikhdi, P.S- Jatrabari, Dhaka. NID-19675925613114116.
3. **Mst. Shewli Akter (Guarantor),** NID-5925613114117, Wife of Mr. Abul Hossain Daughter of Mr. Md. Nurul Hoque Farazi and Mst. Shafia Khatun Address: Vill-Bhasanchar Dokkhin Kandi (Kalir Char), P.O- Chitolia Bazar, Union- Adhara, P.S & Dist- Munshigonj. AND House-744, Hatlakhshmiganj, Post Office- Munshiganj-1500, Police Station - Munshiganj Sadar, District-Munsiganj.
.....DEFENDANTS.

এতদ্বারা আপনি/আপনাদের জানানো যাইতেছে যে, আপনারা বাদী প্রাইম ব্যাংক পিএলসি থেকে ঋণ গ্রহণ করিয়া সময়মত ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করিয়া কৌশলে/আড়ালে থাকিয়া ব্যাংকের পাওনা টাকা আদায়ের কার্যক্রম বিলম্ব করিতেছেন। তাই আপনি/আপনাদেরকে অবগত করানো যাইতেছে যে, বাদী প্রাইম ব্যাংক পিএলসি আপনার/আপনাদের নিকট বিগত ২৮/০৭/২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত পাওনা **২,৪৮,৬৬,৪২২.৮৪/-(দুই কোটি আটচল্লিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার চারশত বাইশ দশমিক আট চার) টাকা,** মোকদ্দমার খরচ ও মোকদ্দমার পরবর্তী সুদ/মুনাফা আদায়ের জন্য উল্লেখিত মোকদ্দমা অত্র আদালতে